তাবিজাত

চতুর্থ ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু- প্রসিদ্ধ পীর, শাহ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবক্কর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহসুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস ও কম্পিউটার" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(ষষ্ঠ দশ মুদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
২৭।	তাহজ্জোদ নামাজ	১৭
২৮।	ছালাতোত্তছবিহ নামাজ	২০
২৯।	ছালাতোত্তওবা	২১
৩০।	ছালাতোল হাজত	২১
৩১।	এছতেছকার নিয়ম	২৩
৩২।	সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ	২৪
৩৩।	পাগলের তদ্‌বীর	২৪
৩৪।	পোড়া ঘায়ের তদ্‌বীর	২৪
৩৫।	কাটা ঘায়ের রক্ত বন্ধ হওয়ার তদ্‌বীর	২৫
৩৬।	স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব ও রক্তপিত্ত বন্ধ হওয়ার তদ্‌বীর	২৫
৩৭।	চতুষ্পদের পৃষ্ঠের জখমের কীট নিবারণের তদ্‌বীর	২৬
৩৮।	চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার ছিদ্রের কীট নিবারণের তদ্‌বীর	২৬
৩৯।	উকুন নিবারণের তদ্‌বীর	২৭
৪০।	পায়ের ঝোঁঝিয়া বাতের তদ্‌বীর	২৭
৪১।	দুঃখ মনোকষ্ট নিবারণের তদ্‌বীর	২৭
৪২।	রাগ নিবারণের তদ্‌বীর	২৮
৪৩।	দাড়িতে চিরুণী করিবার তদ্‌বীর	২৮
৪৪।	বোধ শক্তি হীনতার তদ্‌বীর	২৮
৪৫।	বসন্তের তদ্‌বীর	৩০
৪৬।	কলেরার তদ্‌বীর	৩১
৪৭।	প্লেগের তদ্‌বীর	৩৭
৪৮।	ক্রিমি নিবারণের তদ্‌বীর	৪০
৪৯।	কান কামড়ানোর তদ্‌বীর	৪০
৫০।	ভাঙা হাড় জোড়া লাগিবার তদ্‌বীর	৪১
৫১।	সহজে সন্তান প্রসব হওয়ার তদ্‌বীর	৪১
৫২।	চতুষ্পদের বাচ্চা প্রসব করার তদ্‌বীর	৪৩
৫৩।	প্রসব অন্তে স্ত্রীলোকের ফুল বাহির	৪৪

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

তাবিজাত

(চতুর্থ ভাগ)

১। ছাইয়েদুল-এস্তেগফার

যে কেহ নিম্নোক্ত দোওয়া ফজরে পড়িয়া সন্ধ্যার মধ্যে মরিবে কিম্বা মগরেবে পড়িয়া ফজরের মধ্যে মরিবে, সে ব্যক্তি বেহেশতী হইবে।

দোয়াটি এই—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ☆

"আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বি লাইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানি অ-আনা আবদুকা অ-আনা আলা আহ'দিকা অ-অ'দিকা মাস্তাতা'তু আউজুবিকা মিন শার্‌রে মা-ছানাতু আবুয়ুলাকা বে-নি'মাতিকা আলাইইয়া অ-আবুয়ু বিজাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগ ফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আন্তা।

২। শয়ন-কালের দোওয়া

নবি (ছাঃ) বিছানায় শয়ন করিয়া ডাহিন হস্তকে ডাহিন গালের নীচে রাখিয়া পড়িতেন—

رَبِّ قِنِیْ عَذَابَکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ

"রাব্বি কিনি আজাবাকা ইয়াওমা তাবয়া'ছু ইবাদাকা।"

হজরত নবি (ছাঃ) বিছানায় বশিয়া ছুরা এখলাস নাছ ও ফালাক পড়িয়া দুই হস্তে ফুক দিয়া সমস্ত শরীর স্পর্শ করিতেন, প্রথমে মস্তক, মুখ ও সম্মুখের শরীরে মছহ করিতেন, পরে পশ্চাতের শরীরে মছহ করিতেন। তিনি এইরূপ তিনবার করিতেন। হজরত নবি (ছাঃ) শয়নকালে নিম্নোক্ত দোওয়াটি পড়িতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَ اٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِیَ لَهٗ وَ لَا مُؤْوِیَ ☆

"আলহামদু -লিল্লাহিল্লাজী আৎয়ামানা অ-ছাকানা অ-কাফানা অআওয়ানা ফাকাম মিম্মান লা কাফিয়া লাহু অলামু'বিয়া।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শয়নকালে নিম্নোক্ত দোওয়া তিনবার পড়িবে, তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ

আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজি লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল-কাইউমু অ-আতুবু ইলাইহি।"

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, শয়নের অগ্রে দরওয়াজা বন্ধ করিবে, চেরাগ নির্ব্বাপিত করিবে, পানপত্র ও খাদ্য সামগ্রীর পাত্র ঢাকিয়া রাখিবে, আর উপরোক্ত প্রত্যেক কার্য্যে বিছমিল্লাহ পড়িবে।

৩। জাগরিত হওয়া কালের দোওয়া

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা অ-ইলাইহিন নুশুর।

৪। ভাল ও মন্দ স্বপ্ন দেখিয়া পড়িবার দো'য়া

যদি কেহ কোন প্রীতিজনকে স্বপ্ন দেখে, তবে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়িবে এবং উক্ত স্বপ্নটি নিজের বন্ধু ব্যতীত কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। কেননা বন্ধু ব্যক্তি ভাল তা'বির করিবে, আর শত্রু মন্দ তাবির করিয়া থাকে, ইহাতে তাহার ক্ষতি হইবে, কেননা তা'বিরকারী স্বপ্নের যেরূপ তা'বির করে সেরূপ ঘটিয়া থাকে। ছহিহ তেরমেজিতে হজরতের একটি হাদিছে আছে, স্বপ্ন পক্ষীদের পালকগুলির উপর আবদ্ধ থাকে, যতক্ষণ উহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করে। আর যখন স্বপ্ন দর্শক ব্যক্তি উহা প্রকাশ করিয়া ফেলে, তখন তা'বিরকারী যেরূপ তা'বির করিবে, সেইরূপ ঘটিবে।

যদি কোন অপ্রীতিকর স্বপ্ন দেখে, তবে স্বপ্ন দেখিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবে, কিম্বা উঠিয়া ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে।

আর উক্ত স্বপ্ন স্মরণ পড়িয়া গেলে, তিনবার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করিবে ও তিনবার নিমোক্ত দোওয়া পড়িবে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا

"আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম -অমিন শার্রি হাজিহির রু'ইয়া।

এই স্বপ্নটি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, খোদার মর্জ্জিতে উহাতে উক্ত স্বপ্নে কোন ক্ষতি হইবে না।

৫। ফজর মগরেবের দোওয়া

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মগরেবে তিন তিনবার নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে, খোদাতায়ালা কেয়ামতে তাহার উপর রাজী হইবেন।

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَّ بِالْإِ سْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

"রাদ্বিতু ض বিল্লাহি রাব্বাও অ-বিল ইছলামে দ্বীনাও অ-বে মোহাম্মাদিন নাবিইয়া।"

৬। গৃহ হইতে বাহিরে যাওয়ার দোওয়া

বাটী হইতে অন্যত্র যাওয়ার কালে এই দোয়া পড়িবে,

بسم الله تو كلت على الله و لا حول ولا قوة الا بالله

"বিছমিল্লাহে তাওয়াক্কালাতো আ'লাল্লাহে অ-লাহাওলা অ-লাকুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

আর বিদেশে যাওয়াকালে আয়তুল কুরছি পড়িয়া লইবে।

৭। গৃহে ফিরিয়া আসার দোওয়া

اللهم انى اسئلك خير المولج و خيرا لمخرج بسم الله و لجنا و بسم الله خرجنا و على الله ربنا تو كلنا ☆

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আছওয়ালোকা খায়রোল -মাওলেজ ও খায়রল মাখরেজে, বিছমিল্লাহে অলাজনা অ-বিছমিল্লাহে খারাজনা অ-আলাল্লাহে রব্বানা তাওয়াক্কালনা"

৮। মছজিদে দাখিল হওয়ার দোওয়া

মছজিদে প্রবেশ করাকালে প্রথমে ডাহিন পা মছজিদে রাখিবে এবং নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে।

اعوذ با الله العظيم و بو جه الكريم و سلطا نه القد يم من الشيطان الرجيم ☆

اللّٰهم سلم على النبى - اللّٰهم افتح لى ا بوا ب ر حمتك ☆

"আউজো- বিল্লাহেল আজিমে অ-বে অজহেল কারিমে ছোলতানেহেল কাদিমে মিনাশ শয়তানের রাজিম।"

আল্লাহুম্মা ছাল্লেম আলান্নাবিয়ে আল্লান্নাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতেকা।

৯। মছজিদ হইতে বাহির হওয়ার দোওয়া

মছজিদ হইতে বাহির হওয়া কালে প্রথমে বাম পা রাখিবে ও নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে।

اللّٰهم صل على محمد وعلى ال محمد اللّٰهم اغفرلى

ذنوبى وافتح لى ابراب فضلك ☆

"আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা আলে মোহাম্মাদেও অ-আলা আলে মোহাম্মাদ আল্লাহুম্মাগফেরিল জোনুবি অফ্তাহলি আবওয়াবা ফাদ্‌লেকা।"

১০। খাদ্য ভক্ষণের দোওয়া

কোন বস্তু খাওয়ার অগ্রে বিছমিল্লাহ পড়িবে। যদি কেহ প্রথমে বিছমিল্লাহ পড়া ভুলিয়ে যায়,তবে ভক্ষণ করাকালে যখন মনে পড়িবে তখন বলিবে-

بسم اللّٰه اوله واخره

"বিছমিল্লাহে আও ওয়ালুহু অ আখেরাহু।"

আর খাওয়া শেষ হইলে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে-

الحمد لله الذى اطعمنا و سقنا وجعلنا من المسلمين

১। "আলহামদো -লিল্লাহেল্লাজি আৎয়ামানা অ-ছাকানা এ-জায়া'লনা মিনাল মোছলেমিনা।"

اللّٰهم با رك لنا فيه وا طعمنا خيرا منه

২। "আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফিহে, অ-আৎয়ামানা খায়রাম মেনহো।"

দুগ্ধ পান করিয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে-

اللّٰهم با رک لنا فيه وزدنا منه

"আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফিহে অ-জিদনা মেনহো।"

যে ব্যক্তি তোমাকে দুগ্ধ পান করাইবে, তাহার জন্য নিম্নোক্ত প্রকার দোওয়া করিবে।

اللّٰهم با رک لهم فيما رزقتهم فا غفر لهم وا رحمهم

"আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফি-মা রাজাকতাহুম ফাগফির লাহুম অরহামহুম।"

اللّٰهم اطعم من اطعمنى واسق من سقا نى

"আল্লাহুম্মা আৎয়েম মান আৎয়ামানি আচ্ছে মান ছাকানি।"

১১। কাপড় পরিবার দোওয়া

"যখন কোন কাপড় পরিবে, তখন নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে-

اللّٰهم انى اسئلک من خيره وخير ما هو له واعوذ بک

من شره و شر ما هو له ☆

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলোকা মিন খায়রিহি ওখায়রে মা-হুয়ালাহু অ-আউজো বেকা মিন শার্রে হি ও শার্রে মাহুওয়ালাহ।"

কাপড় খুলিবার সময় বিছমিল্লাহ পড়িলে জ্বেন তাহার গুপ্তাঙ্গ দেখিতে পায় না।

নুতন কাপড় পরিবার সময় যদি উহা পিরহান হয়। তবে এই দোওয়া পড়িবে-

رزقنى الله هذه العما مة اللّٰهم لک الحمد كما كسوتنيها

اسئلک خيرها وخير ما صنعت له و اعوذ بک من شرها و شر

ما صنعت له ☆

"রাজাকানিয়াল্লাহো হাজেহিল আ'মামাতা, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদো কামা কাছওও তানিহা, আছায়লোকা খায়রাহা ও খায়রা মা-ছোনোয়াৎলাহু, অ-আউজোবেকা মিন শার্রেহা অ-অশার্রে মা-ছোনোয়াৎলাহু।"

যদি উহা পিরহান হয়, তাবে হাজেহিল আ'মামাতা, স্থলে هذه القميص 'হাজিহিল –কামিছা' বলিবে।

যদি উহা চাদর হয়, তবে উক্ত স্থলে هذه الر داء হাজোহরেদায়া বলিবে।

যদি জুব্বা হয়, তবে هذه الجبة 'হাজেহিল জুব্বাতা' বলিবে।

যদি উহা রুমাল হয়, তবে هذه البدن 'হাজেহিল বাদানা' বলিবে-

যদি উহা পাজামা হয়, তবে هذه السرا بيل 'হাজেহিছ ছারাবিলা বলিবে।

নিজের বন্ধুকে নুতন কাপড় পরিতে দেখিলে বলিবে- تبلى ويخلف الله তোবলি অ-ইয়োখলেফোল্লাহো।

১২। ছফরে যাওয়ার দোওয়া

ছফরে রওয়ানা কালে বলিবে-

اللّٰهم بك اصول و بك احول و بك اسير

"আল্লাহুম্মা বেকা আছুলো, অবেকা আহুলো, অবেকা আছিরো।"

মোকিম ব্যক্তি বিদেশ যাত্রীর সহিত মোছাফাহ করার পরে বলিবে-

استودع الله دينك و امانتك و خواتيم عملك و اقرا عليك السلام ☆

"আস্তাওদেয়োল্লাহ দীনাকা ও আমানাতাকা অখাওয়াতিমা আমালেকা অ-আকরোয়ো আলায়কাছ ছালাম।"

বিদেশযাত্রী ব্যক্তি মোকিম সাক্ষাৎকারীর জন্য এইরূপ দোয়া বলিবে—

اسودعک الله الذی لا تخیب منی و دایعه

"আস্তাওদেয়োকাল্লা হাল্লাজি লাতাখিবো মিন্নি অদায়েয়োহু।"

ঘোড়ার উপর আরোহন কালে রেকাবের উপর পা রাখিয়া বিছমিল্লাহ বলিবে, তৎপরে চতুষ্পদের উপর বসিয়া বলিবে-

الحمد لله سبحان الله الذی سخر لنا هذا و ما كنا له

مقرنين و انا الى ر بنا لمنقلبون ☆

"আলহামদো লিল্লাহে ছুবহানাল্লাজি ছাখখারা লানা হাজা ওমাকোন্না লাহু মোকরেনিনা অইন্না এলা রাব্বেনা লামোন -কালেবুন।"

নিম্নোক্ত দোওয়া পড়ার কথা হাদিছে আছে—

اللهم انت الصا حب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم

اصحبنا بنصحک و اقبلنا بذمه اللهم ازولنا الا رض وهون

علينا السفر اللهم انى اعوذ بک من و عشاء السفر و كابة

المنقلب ☆

আল্লাহুম্মা আন্তাছ ছাহেবো ফিছ ছাফরে অলখালিফাতো ফিল-আহলে,আল্লাহুম্মা আছহেবনা বেনোছহেকা অআকবেলনা।

বেজেম্মাহ। আল্লাহুম্মা আজভে লানাল আরদো ض অ-হাওবেন আলায়নাছ ছাফারা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজো বেকা মিন অয়াশয়েছ ছাফরে অকাব্বাতেল মোনকালাব।

আরও ৩ বার আলহামদোলিল্লাহ, ৩বার আল্লাহো আকবার একবার লাএলাহা ইল্লাল্লাহ ও একবার নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে-

سبحانک انی ظلمت نفسی فا غفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت ☆

"ছোবহানাকা ইন্নি জালামতো নাফছি ফাগফেরলি ফাইন্নাহু লাইয়াগফেরোজ্জনুবা ইল্লা আনতা।"

মঞ্জিলে নামিয়া এই দোয়া পড়িবে—

اعوذ بکلمات الله التا مة من شر ما خلق

"আউজো বেকালেমাতেল্লাহেত্তাম্মাতে মিনশার্রে মাখালাক।'

সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে পড়িবে—

یا ارض ربی و ربک الله اعوذ با لله من شرک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک واعوذ بالله من اسد واسود ومن الحیة و العقرب ومن شر سا کن البلد ومن والد وما ولد ☆

"ইয়া আরদো রাব্বি অরাব্বোকেল্লাহ আউজো বিল্লাহে মিন অশার্রেকে অশার্রে মা খোলেকা ফিকে অশার্রে মা ইয়াদোব্বোআলায়কে, অ-আউজো বিল্লাহে মিন আছাদেঁও আছওয়াদা, অমেনাল হাইয়াতে অল-আ'করাবে অ-মিন শার্রে ছাকেনাল বালাদে' অ-মেঁও ওয়ালেদেঁও অমা ওয়ালাদ।"

ছফর হইতে ফিরিবার সময় পড়িবে—

لااله الا الله وحده لاشریک له له الملک وله الحمد وهوعلی کل شئ قدیر۔ ائبون تائبون عا بدون ساجدون مالحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده و هزم الاحزاب وحده ☆

"লাএলাহা ইল্লাল্লাহো অহ্‌দাহু লা-শারিকালাহু লাহোলমুলকো আলাহুল হামদো অহুয়া আলা কুল্লে শাইয়েন কাদির, আয়েবুনা তায়েবুনা, আবেদুনা, ছাজেদুনা, মালেছনা, লেরাব্বেনা, হামেদুনা, ছাদাকাল্লাহো অ'দাহু অ-নাছরা আবদাহু, অ-হাজামাল আহ্‌জাবা অহ্‌দাহু।

নিজের শহর দেখিয়া পড়িবে—

ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون

"আয়েবুনা তায়েবুনা, আ'বেদুনা লেরাব্বেনা হামেদুন।

স্ত্রী পরিজনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে—

توبا توبا لربنا اوبا لا يغادر علينا حوبا

তওবান, তওবান, লেরব্বেনা আওবান, লা-ইয়োগাদেরো আলায়না হুব।

বিদেশে বিজন প্রান্তরে সহায়শূন্য স্থানে ঘোটক ইত্যাদি নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে অথবা পলায়ণ করিয়া গেলে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে—

ياعباد الله اعينونى يا عباد الله اعينونى يا عباد الله اعينونى رحمكم الله ☆

"ইয়া এবাদাল্লাহে আয়ি'নুনি ইয়া এবাদাল্লাহে আয়ি'নুনি ইয়া এবাদাল্লাহে আয়ি'নুনি রাহমাকুমোল্লাহ।;

১৩। স্ত্রী সঙ্গমের দোওয়া

স্ত্রী সঙ্গমের পূর্ব্বে বিছমিল্লাহ, ছুরা এখলাছ তকবির ও কলেমা পড়িবে, তৎপরে এই দোওয়া পড়িবে—

بسم الله العلى العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة ان كنت قدرت ان تخرج من صلبى اللهم جنبانى الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنى ☆

বিছমিল্লাহেল আলিয়েল আ'জিম আল্লাহুম্মাজয়ালহা জোরিইয়াতান তাইয়েবাতান ইন কুন্তা কাদ্দারতা আনতাখ্‌রোজা মেন ছোলবি। আল্লাহুম্মা জান্নেবয়তানা অ-জান্নেবেশয়তানা মা- রাজাকতানি।"

স্ত্রী সঙ্গম করার পরে নিম্নোক্ত দোওয়াটি মনে মনে বলিবে-

الحمد لله الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا و كان ربك قديرا ☆

"আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি খালাকা মেনাল মায়ে বাশারান ফাজায়ালাহু নাছাবাও অছেহরা, অকানা রাব্বেকা ক্বাদিরা।"

সঙ্গম করার পরে নিজের স্ত্রীকে ডাহিন পার্শ্বে শয়ন করিতে বলিবে, যদি সেই সঙ্গমে সন্তানের স্থিতি হয় তবে ইন্‌শাআল্লাহ পুত্র সন্তান হইবে।

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি বলিয়াছেন, আমি বারংবার ইহা পরীক্ষা করিয়াছি, সত্যই হইয়াছে।

পাঠক মনে রাখিবেন, উদরপূর্ণ অবস্থায় কিংবা ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। ইহাতে স্বাস্থ্যের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

১৪। বাদশাহ কিম্বা অত্যাচারীর ভয় হইলে পড়িবার দোওয়া

কোন অত্যাচারী অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইলে, নিম্নোক্ত দোওয়া তিনবার করিয়া পড়িবে।

الله اكبر الله اكبر اعز من خلقه جميعا الله اعز مما اخاف و احذر - اعوذ بالله الذى لا اله الا هو الممسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه من شر عبدك فلان و جنوده واتباعه و اشياعه من الجن والانس اللهم كن لى جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك ولا اله غيرك ☆

"আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আয়া'জ্জো মেন খালকেহি জামিয়া আল্লাহো আয়া'জ্জো মেম্মা-আখাফো অ-আহজার। আউজো-বিল্লাহেল্লাজি লাএলাহা ইল্লা হুয়াল মোমছেকোছ ছামায়ে আনতাকায়া আলাল আরদে ض ইল্লা বেএজনেহা মেন শার্রে আবদেকা ফোলানে অ-যোনুদিহি, অ-আতবাসেয়হি, অ-আশাইয়ায়েহি মেনাল জেন্নে অল ইনছে। আল্লাহুম্মা কোনলি জারাম মেন শার্রেহেম যাল্লা ছানায়োকা অ-আজ্জা যারোকা লা-এলাহা গায়রোকা।

১৫। ঝটিকা প্রবাহিত হওয়া কালে দোওয়া

দুই জানু পাতিয়া উক্ত অবস্থায় বায়ুর গতির দিকে মুখ করিয়া বসিয়া পড়িবে-

به و اعوذ بک من شر ها و شر ما فيها وشر ما ار سلت به ☆

اللّٰهم اجعلها رحمة و لا تجعلها عذابا ـ اللّٰهم اجعلها

رياحا و لا تجعلها ريحا ☆

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আছয়ালোকা খায়রাহা, অখায়রা মা-ফিহা অ- খায়রা মা-ওরছেলাৎবিহ। অ-আউজো বেকা মেন শার্রেহা অশার্রে মাফিয়া, অর্শারে মা-ওরছেলাৎবিহ।

"আল্লাহুম্মাজয়ালহা রাহমাতাও অ-লাতাজয়ালাহা আজাবা আল্লাহোম্মাজয়ালহা রিয়াঁহাও অ-লাতাজয়ালহা রিহা।

১৬। মেঘে দুনইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া কালের দোওয়া

ছুরা খালাক ও নাছ পড়িয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে-

اللّٰهم انا نسئلک من خيرهٰذه الريح وخيرما فيها و خير

ما امرت به و نعوذ بک من هٰذه الريح وشر ما فيها و شر ما

امرت به اللّٰهم لقحا و لا عقيما ☆

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাছয়ালোকা মিন খায়রে হাজেহির রীহে অ-খায়রে মা ফিহা, অ-খায়রে মা'মেরাৎ বিহ। অ-নাউজেডা বেকা। মিন হাজেহির রীহে অশার্রে মা-ফিহা অর্শারে মা'ওমেরাৎ বিহ আল্লাহুম্মা লাকহান অলা -আকিমা।"

১৭। মোরগের আওয়াজ শুনা কালের দোওয়া

اللّٰهم اسئلك من فضلك

"আল্লাহুম্মা আছয়ালোকা মিন ফাদ্‌লেকা ض ।"

কুকুরের শব্দ শুনিয়া আউজ বিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম বলিবে-

১৮। দর্পনে মুখ দেখিয়া পড়ার দোওয়া

(١) اللّٰهم كما حسنت خلقى فاحسن خلقى وحرم وجهى على النار ☆

(٢) الحمد للّٰه الذى سوى خلقى واحسن صورتى وزان منى ما شان من غيرى ☆

(٣) الحمد للّٰه الذى سوى خلقى فعد له وصور صورة وجهى فاحسبها وجعلنى من المسلمين ☆

১) আল্লাহুম্মা কামা হাছ- ছানতা খালকি ফা-আহছেন খোলকি অ-হাররেম অজহি আলিন্নার।"

২। আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি ছাও-ওয়া খালকি অ-আহছানা ছুরাতি অ-জানা মিন্নি মা-শানা মিন গায়রি।"

৩। "আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি ছা-ওয়া খালকি ফ-য়াদালাহু অ-ছাও-ওয়ারা ছুরাতা অজহি ফা-আহছাবাহা অজায়ালানি মিনাল মোছলেমিন।

১৯। পায়খানায় যাওয়ার দোয়া

বাঁধা পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্ব্বে কিম্বা ময়দানে বসিবার পূর্ব্বে এই দোয়া পড়িবে—

اللّٰهم انى اعوذ بك من الخبث و الخبائث

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেকা মেনাল খোবছে অল-খাবাছে।"

পায়খানা হইতে বহিরে আসার সময় পড়িবে غفرٰنك গোফরানাকা।

২০। মছিবাতের দোয়া

ছোট বড় যে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, এমনকি জুতা ছিড়িয়া গেলে কন্টক বিদ্ধ হইলে, প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে কোন আত্মীয় মরিয়া গেলে টাকাকড়ি বা ফসলের ক্ষতি হইলে, অন্য কোনরূপ বিপদ হইলে, নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে,—

انا لله و انا اليه راجعون۔ اللّٰهم عندك احتسب مصيبتى

فاجرنى فيها و ابدلنى منها خيرا ☆

"ইন্নি লিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন, আল্লাহুম্মা এন্দেকা আহতাছেবো মোছিবাতি, ফা-আজেরনি ফিহা অ-আবদেলনি মেনহা খায়রা।"

হজরত ছাঃ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মছিবতের সময় উপরোক্ত দোয়া পড়িবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে উহার পরিবর্ত্তে তদপেক্ষে উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন।

২১। হাঁচির দোওয়া

হাঁচি হইলে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে,-

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ☆

আলহামদোলিল্লাহে হামদান কাছিরান তাইয়েবান মোবারাকান আলায়হে কামা ইয়োহেব্বো রাব্বোনা অ-ইয়ারদা ض ।

যে কেহ প্রত্যেক হাঁচি হওয়া কালে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে, খোদার মর্জ্জিতে তাহার দাঁত ও কর্ণের বেদনা হইবে না।

الحمد لله رب العلمين على كل حال

"আলহামদোলিল্লাহে রাব্বিল আ'লামিন আলাকুল্লে হাল।" "যে ব্যক্তি হাঁচিকারির আলহামদো পড়া শুনিবে, সে ব্যক্তি বলিবে, يرحمك الله ইয়ার- হামোকাল্লাহ।"

হাঁচিকারি উক্ত উত্তরদাতার জন্য নিম্নোক্ত প্রকার দোওয়া করিবে,-

يهديكم الله و يصلح بالكم

ইয়াহদি কোমোল্লাহো অ-ইয়োছলেহো বালাকোম।"

يرحمنا الله و اياكم و يغفر لنا و لكم

"ইয়ারহামোনাল্লাহো অ-ইয়য়াকোম অ-ইয়াগফেরো লানা অলাকুম।"

২২। কানে আওয়াজ হওয়াকালের দো'য়া

উক্ত সময় হজরত নবী (ছাঃ) এর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর দরূদ পড়িবে।

اللهم صل على محمد و على ال محمد

"আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা মোহাম্মাদেও অ-আলাআলে মোহাম্মাদ।"

আরও নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে-

ذكر الله بخير من ذكرنى

"জাকারাল্লাহো বেখায়রেম মান জাকারানি।"

২৩। বাজারে যাওয়া কালের দোওয়া

(١) لا الـه الا الـلّٰـه و حـده لا شـريک له له الملک و له الـحـمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قد ير ☆

"লা- এলাহা ইল্লাল্লাহো অহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকো আলাহোল হামদো ইয়োহয়ি ওইয়োমিতো অহুওয়া হাউন।
লাইয়ামুতো বেইয়াদিহিল খায়রো অহুওয়া আলা কুল্লে শায়য়েন। কাদির।

(٢) بسـم الـلّٰه اللّٰهم انی اسئلک خير هذه السوق وخير مـا فيها واعوذ بک من شر ها و شر ما فيها اللّٰهم انی اعوذ بک ان اصيب فيها يمينا فا جرة او صفقة خاسرة ☆

"বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা ইন্নি আছয়ালোকা খয়রা হাজেহেজ্ছুকে,, অখায়রা মা ফিহা, অ-আউজোবেকা মিন শার্রেহা অশার্রে মা-ফিহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেকা আন ওছিবা ফিহা ইয়ামিনান ফাজেরাতান আও ছাফকাতান খাছেরা।"

২৪। আও-ওয়াবিনের নামাজ

মগরেবের নামাজের পর ৬ রাকায়াত, কিম্বা ২০ রাকায়াত নফল নামাজ 'ছালাতোল-আও ওয়াবিন, নিয়েতে পড়িবে, প্রত্যেক রাকায়াত তিন তিনবার ছুরা এখলাছ পড়িবে।

২৫। এশরাকের নামাজ

দুই কিম্বা চারি রাকায়াত নামাজ সূর্য্য দুই নেজা পরিমাণ উদয় হইলে পাঠ করিতে হয়, উক্ত নামাজটি এশরাক নামাজ নামে অভিহিত। এই নামাজ পাঠ করা মোস্তাহাব। যে কেহ ফজরের নামাজ জামায়াতসহ পড়িয়া সূর্য্য কিছু পরিমাণে

উদয় হওয়া পর্য্যন্ত আল্লাহতায়ালার জেকেরে লিপ্ত থাকিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে, সে একটি নফল হজ্ব ও ওমরার হজ্বের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে।

একটি হাদিছে আছে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিবসের প্রথম ভাগে চারি রাকায়াত নামাজ পড়ে, আমি তাহার দিবসের শেষ ভাগের কার্য্য সমাধা করব। এই এশরাক নামাজের প্রত্যেক রাকয়াতে তিন তিনবার ছুরা এখলাছ পড়িবে। 'ছালাতোল ইশরাক এর নিয়ত করিতে হইবে।

২৬। চাশ্‌ত নামাজ

সূর্য্য গরম হওয়ার পর হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে নামাজ পড়িতে হয়, উহাকে চাশ্‌ত নামাজ বলা হয়। ইহা চারি আট ও বারো রাকায়াত পড়িতে হয়। তেরমেজি হাদিছে, আছে যে ব্যক্তি বারো রাকয়াত চাশ্‌ত নামাজ সর্ব্বদা পড়িতে থাকিবে, তাহার জন্য বেহেশ্‌তে স্বর্ণের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে।

এক রেওয়াএতে চাশ্‌ত নামাজের নিম্ন সংখ্যা দুই রাকয়াত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আবু দাউদের হাদিছে আছে, প্রত্যেক মানুষের দেহে ৩৬০ টি গ্রন্থি আছে, প্রত্যেক গ্রন্থির উপর এক একটি ছদকা ওয়াজেব, দুই রাকায়াত চাশ্‌ত নামাজে উহা আদায় হইয়া যাইবে। ইহা 'ছালাতোদ্দোহা' ض নিয়ত করিয়া পড়িবে।

২৭। তাহাজ্জোদ নামাজ

এই নামাজের উপরি সংখ্যা ১২ রাকায়াত এবং নিম্ন সংখ্যা চারি রাকায়াত, ১২ রাকয়াত নামাজ পড়িতে গেলে , প্রথম রাকয়াতে ১২ ছুরা খেলাছ, দ্বিতীয় রাকয়াতে ১১ বার এখলাছ,এইরূপ প্রত্যেক রাকয়াতে একবার কম করিতে করিতে শেষ রাকয়াতে একবার এখলাছ হইবে।

আর যদি প্রত্যেক রাকয়াতে তিনবার ছুরা এখলাছ পড়ে তবে তাহাও যথেষ্ট হইবে।

হজরত নবী (ছাঃ) এক মাসে তাহাজ্জোদ নামাজ এক খতম কোরআন পড়িতে আদেশ করিয়াছেন, যখন কোন ছাহাবা উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ কোরআন পড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন হজরত (ছাঃ) এক সপ্তাহের মধ্যে কোরআন খতম করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই হেতু ছাহাবাগণ সাত রাত্রে

কোরআন খতম করার নিয়ম করিয়া লইয়াছিলেন। হাদিস শরীফে আছে যে ব্যক্তি প্রত্যেক দুই রাকায়াতে দশ আয়ত করিয়া পড়িবে সে ব্যক্তি গাফেলদিগের অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

কোন রেওয়এতে আছে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জোদ নামাজে ৫০ আয়ত কোরআন পড়িবে, কোরআন শরীফ কেয়ামতের দিবস তাহার সহিত কলহ করিয়া বলিবে, এই ব্যক্তি আমাকে নষ্ট করিয়াছিল এবং তেলওয়াতের হক আদায় করিয়াছিল না।

কতক বোজর্গ ছুরা এখলাছের সহিত ছুরা মোজাম্মেল যোগ করিতেন। হজরত খাজা আজিজান আলি রামেতনি মুরিদগণকে উহাতে ছুরা ইয়াছিন পড়িতে আদেশ করিতেন।

তাহাজ্জোদ নামাজ ছুন্নত কিম্বা মোস্তাহাব ইহাতে মতভেদ হইলেও সমধিক ছহিহ্ মতে ছুন্নতে মোয়াক্কাদা।

হজরত নবী (ছাঃ) তাহাজ্জোদ নামাজ পড়িতে উঠিয়া ১০ বার আল্লাহো আকবার ১০ বার আলহামদোলিল্লাহ ১০ বার ছোবহানাল্লাহ ১০ বার আস্তাগফেরোল্লাহ, ১০ বার اللّٰهم اغفر لى واهدنى وارذ قنى وعافنى আল্লাহুম্মাগ ফেরলি , অহদেনী, অরজোকোনী অ-আফেনী ১০ বার اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيمه 'আউজো-বিল্লাহে মেন দ্বিকেল ض মাকামে ইয়াওমাল কেয়ামাহ' পড়িতেন।

অন্য রেওয়াতে আছে।

তিনি নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িতেন—

اللّٰهم لک الحمد انت قيم السمٰوٰت والارض ومن فيهن
ولک الحمد انت ملک السمٰوٰت والارض ومن فيهن ولک
الحمد انت نور السمٰوٰت والارض و من فيهن ولک الحمد
انت الحق و عدک الحق و بقاؤک حق و قو لک حق و الجنة

حق و النار حق و النبيون حق و محمد حق و الساعة حق اللّٰهم

لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت

وبك خاصمت واليك حاكمت انت ربنا و اليك المصير

فاغفر لى ما قدمت و ما اخرت وما اسررت و ما اعلنت و ما

انت اعلم به منى انت المقدم و انت المؤخر انت الهى لا اله الا

انت ولا حول ولا قوة الا باللّٰه ☆

"আল্লাহুম্মা লাকাল হামদো আন্তা কাইয়েমোছ ছামাওয়াতে অল-আরদে ض আমন ফিহেন্না, অলাকাল হামদো আন্ত মালোকাছ ছামাওয়াতে অল-আরদে ض ওমান ফিহেন্না, অলাকাল- হামদো আন্তা নুরোছ ছামাওয়াতে অল আরদে ض ওমান ফিহেন্না, অলাকাল -হামদো আন্তাল হাক্কো অ-অদোকাল হাক্কো, অ-বাকায়োকা হাক্কোন, অ-কওলোকা হাক্কোন, অল-জান্নাতো হাক্কোনল অন্নারো হাক্কোন, অন্নাবিউনা হাক্কোন, অ-মোহাম্মাদোন হাক্কোন, অছ-ছায়াতো হাক্কোন, আল্লাহুম্মা লাকা আছলামতো অবেকা আমান্তো অ-আলায়কা তাওয়াক্কালতো, অ-এলায়কা আনাবতো, অ-বেকা খাছামতো অ-এলায়কা হাকামতো, আন্তা রাব্বেনা অ-এলায়কাল মাছির, ফাগফেরলি মা-কাদ্দামাতো, অমা, আখখারতো, অমা আছরারতো অমা আ'লানতো অমা আন্তা আ'লামো বেহি মিন্নি আন্তাল মোকাদ্দেমা, আ-আন্তাল মোয়াখ্‌খেরো, আন্তা এলাহি লা-এলাহা ইল্লা আন্তা,অলা হাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

এক রেওয়াএতে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) শেষ রাত্রে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ব[illegible] ছুরা আল-এমরাণের শেষ দশ আয়াত পড়িয়াছিলেন যথা-

ان فى خلق السمٰوٰت والارض واختلاف اليل و النهار

لاٰيٰت لاولى الالباب ☆

হইতে আরম্ভ করিয়া-

يـاايها الذين امنوا اصبر وا وصابروا ورابطوا قف واتقوا الله لعلكم تفلحون ☆

পর্য্যন্ত পড়িতেন। হজরত নবি (ছাঃ) তকবির তহরিমার পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িতেন—

اللّٰهـم رب جبـرائيـل و ميـكـائيل واسرافيل فاطر السمٰوٰت والارض عـالـم الـغيـب والشهـادة انت تحكم بين عبادك فيما كـانـوا فيه يـختـلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى الصراط المستقيم ☆

"আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরাইলা অ-মিকাইলা অইছরাফিলা ফাতেরাছ ছামাওয়াতে অল-আরদে ض আ'লেমোল গায়বে অশ-শাহাদাতে আন্তা তাহাকোমা বায়না এবাদেকা ফিমা কানু ফিহে ইয়াখতালেফু এহদেনী লে-মাখতালেফা ফিহে মেনাল হাক্কে বে-এজনেকা ইন্নাকাতাহদী মান তাশায়ো এলাছ ছেরাতোল মোছতাকীম।" صلوة التحجد 'ছালাতোত্তাহাজ্জোদ, বলিয়া নামাজের নিয়ত করিবে।

২৮। ছালাতোত্তছবিহ নামাজ

ইহা চার রাকয়াত নামাজ, ইহার প্রত্যেক রাকয়াতে ৭৫ বার নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে।

سبحان الله وا لحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر

"ছুবহানাল্লাহে অল-হামদো লিল্লাহ অলাএলাহা ইল্লাল্লাহো আল্লাহো আকবর।"

ছানা পড়িয়া ১৫ বার , ছুরা পড়িয়া ১০ বার, রুকুতে ১০ বার, রুকু হইতে মস্তক উঠাইয়া ১০ বার, প্রথম ছেজদাতে ১০ বার, প্রথম ছেজদা হইতে মস্তক উঠাইয়া ১০ বার এবং দ্বিতীয় ছেজদাতে ১০ বার একুনে ৭৫ বার উক্ত দোওয়া পড়িবে, এইরূপ চারি রাকায়াত পড়িবে। এই নামাজের বহু ফজিলত হাদিছ শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে।

صلوة التسبيح 'ছালাতোত্তছবিহ বলিয়া এই নামাজের নিয়ত করিবে।

২৯। ছালাতোত্তওবা

যদি কেহ গোনাহ করিয়া ফেলে, তবে মাফি পাওয়ার জন্য প্রথমে ওজু গোছল করিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে, তৎপরে বহুবার নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে,-

استغفر الله ربى من كل ذنب و اتوب اليه

"আস্তাগফেরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লে জামবেঁও অ-আতুবো এলায়হে।"
অতঃপর আল্লাহতায়ালার দরবারে দুই হাত উঠাইয়া বলিবে-

اللهم انى اتوب اليك منها لا ارجع اليه ابدا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبى و رحمتك ارجى عندى من عملى☆

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আতুবো এলায়কা মেনহা, লা-আরজেয়ো এলায়হে আবাদা। আল্লাহুম্মা মাগফেরাতোকা আওছায়ো মেন জোনুবি, অ-রাহমাতোকা আরজা এনদী মেন আ'মালী।"

৩০। ছালাতোল হাজত

যদি কোন ব্যক্তি কোন জরুরী মতলব পূর্ণ হওয়ার আশা রাখে, তবে ভালরূপে ওজু করিয়া দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িবে, তৎপরে-

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر

"ছোবাহানাল্লাহে আলহামদো লিল্লাহে অলা এলাহা ইল্লাল্লাহো আল্লাহো আকবর, কিম্বা ছানা পড়িয়া যে কোন একটি দরুদ শরীফ পড়িবে তৎপরে নিম্নোক্ত দুই নম্বর দোওয়া পড়িবে রোদন ক্রন্দন করিতে করিতে কবুলের দৃঢ় আসা করিয়া মোনাজাত করিবে-

لا اله الا الله الحكيم الكريم ـ سبحان الله رب العرش العظيم ـ الحمد لله رب العٰلمين اسئلك مؤجبات رحمتك واعزائم مغفرتك و الغنيمة من كل برو العصمة من كل ذنب و السلامة من كل اثم لا تدع لى ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هى لك رضى الا قضيتها ياارحم الراحمين ☆

"লা এলাহা ইল্লাল্লাহোল হাকিমোল কারিম।ছোবহানাল্লাহে রাব্বেল আরশেল আ'জিম ظ । আলহামদো লিল্লাহে রাব্বেল আ'লামিন আছয়ালোকা মু'জেবাতে রাহমাতেকা অ-আজায়েমা মাগফেরাতেকা অল-গানিমাতা মেন কুল্লে বের্রন অল-এছমাতা মেন কুল্লে জামবেও অছ-ছালামাতা মেন কুল্লে এছমেন লাতাদালী জাব্বান ইল্লা গাফারতাহু অলা হাম্মান ইল্লা ফার্রা জাতাহু অলা হাজাতা হিয়া লাকা রেদান ض ইল্লা কাদায়তাহা ض ইয়া আরহামার রাহেমীন।

(٢) اللّٰهم انى اسئلك اتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محد انى اتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى اللّٰهم فشفعه فى ☆

আল্লাহুম্মা ইন্নি আছয়ালোকা অ-আতাওয়াজ্জাহো এলায়কা বেনাবিয়েকা মোহাম্মাদেন নাবিয়ের রাহমাতে ইয়া মোহাম্মাদো ইন্নি আতাওয়াজ্জাহো বেকা এলা রাব্বি ফি-হাজাতি হাজিহি। লে-তোকদালী ض আল্লাহুম্মা ফা-শাফফেহো ফিইয়া"।

৩১। এছতেছকার নিয়ম

যদি অনাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাঘাত জন্মে, তবে বহু মুছলমান কোন ময়দানে সমবেত হইয়া বহু এস্তেগফার, রোদন ক্রন্দন করিবে এবং দুই জানু পাতিয়া পরবর্ত্তী দোওয়া পড়িবে-

يارب يا رب اللّٰهم اسقنا اللّٰهم اسقنا اللّٰهم اسقنا - اللّٰهم

اغثنا اللّٰهم اغثنا اللّٰهم اغثنا - اللّٰهم صيبا نافعا ☆

"ইয়ারাব্বে,ইয়া রাব্বে,আল্লাহুম্মা আছকেনা,আল্লাহুম্মা আছকেনা,আল্লাহুম্মা আছকেনা, আল্লহুম্মা আগেছনা' আল্লাহুম্মা আগেছনা, আল্লাহুম্মা আগেছনা, আল্লাহুম্মা ছাইয়েবান নাফেয়া।" ইহাতে এক দিবস পানি না হইলে কয়েক দিবস এইরূপ করিবে,খোদার ফজলে বারিপাত হইবে।

হজরত নবী (ছাঃ) এছতেছকার জন্য কখন দোওয়া করিতেন, কখন জুমার খোৎবার মধ্যে দোওয়া করিতেন। হজরত ওমর (রাঃ) এছতেছকার জন্য ময়দানে গিয়া এছতেগছার করিয়াছিলেন। এইহেতু এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, এছতেকছার জন নামাজ পড়া ছুন্নত মোয়াক্কেদা নহে, বরং দোওয়া ও এছতেগছারকে এছতেছকা বলা হইবে। যদি নামাজ পড়িতে চাহে, তবে একা একা পড়িবে। হজরত নবী (ছাঃ) এর অন্য হাদিছে এছতেছকাতে জামায়াতসহ লোকদিগের নামাজ পড়া সাব্যস্ত হইয়াছে, এইহেতু এমাম আবু ইউছুফ ও মোহাম্মাদ (রহঃ) বলিয়াছেন, এমাম ঈদগাহে উপস্থিত হইয়া জামায়াতসহ দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে, উচ্চস্বরে কেরাত পড়িবে, নামাজের পরে ঈদের ন্যায় দুইটি খোৎবা পড়িবে, এছতেগফার ও দোওয়া করিবে। এমাম চাদরটি ফিরাইবে অর্থাৎ উপরি অংশ নিম্নে এবং নিম্নের অংশ উপরিভাগে লইবে, কিন্তু মোক্তাদিগণ এইরূপ করিবে না।

৩২। সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ

সূর্য্য গ্রহণ হইলে জুমার এমাম জামায়াতসহ দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে, অন্য নামাজের ন্যায় প্রত্যেক রাকয়াতে এক এক বার রুকু করিবে, খুব লম্বা কেরাত করিবে। এমাম আজম ছাহেবের মতে চুপে চুপে কেরাত পড়িতে হইবে। নামাজের পরে যতক্ষণ সূর্য্যের গ্রহণ দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ খোদার জেকের তছবিহ, তহ্‌লিল এস্তেগফার ইত্যাদি পড়িতে লিপ্ত থাকিবে। যদি জামায়াত না হয় তবে একা একা নামাজ পড়িবে। এই নামাজ চারি রাকায়াত ও পড়িতে পারে। ইহা পড়া ছুন্নত। 'ছালাতোল কছুফ صلوة الكسوف নিয়তে এই নামাজ পড়িতে হইবে।

এইরূপ চন্দ্রগ্রহণ হইলে নামাজ পড়া ছুন্নত এই নামাজ গৃহে একা একা পড়িবে। ছালাতোল খছুফ صلوة الخسوف নিয়তে নামাজ পড়িতে হইবে। এইরূপ দিবসে, অন্ধকারময় হইলে, কিম্বা প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইলে নামাজ পড়া ছুন্নত।

৩৩। পাগলের তদ্‌বীর

তিন দিবস ফজর ও মগরেবে ছুরা ফাতেহা পড়িয়া মুখের থুথু সংগ্রহ করিয়া পাগলের উপর নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে আল্লাহতায়ালার মর্জিতে পাগল ভাল হইয়া যাইবে।

৩৪। পোড়া ঘায়ের তদ্‌বীর

(১) নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়া ফুঁক দিবে—

اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافى لا شافى الا انت

"আজহেবেল বাছা রাব্বান্নাছে এশফে আন্তা শাফী লাশাফিয়া ইল্লা আন্তা।

শরীর পুড়িয়া যাওয়া মাত্র উহাতে আশ্চার্য্য মলম কিম্বা চুনের সহিত নারিকেল তৈল মিশাইয়া দিলে আর ঠোলা পড়িবে না।

(২) শরীরের কোন স্থানে পুড়িয়া গেলে, পেঁয়াজ ছেঁচিয়া রস বাহির করিয়া লবণ পিশিয়া উক্ত রসের সহিত মিশ্রিত করিবে তৎপরে ডিমের শ্বেত অংশ (ছফেদী)উহাতে মিলাইয়া ফেনাইতে হইবে—যেন তাজা তৈলের ন্যায় হইয়া যায়, তৎপরে একখানা পুরাতন কাপড়ে লাগাইয়া পোড়া স্থানে উহা লাগাইয়া দিবে, পোড়া স্থানের চামড়া সুস্থ হইয়া গেলে, উক্ত কাপড় পড়িয়া যাইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত মলম।

(৩) কোন অঙ্গ পুড়িয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ সিরকা ও মাখন মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে মালিশ করিবে, কিম্বা ডিমের শ্বেতভাগ উল কিম্বা পশমী কাপড়ে লাগাইয়া তথায় বাঁধিয়া দিবে, অথবা পরিপক্ক মসুরের ডাউল যবের আটা ও ডিমের ছফেদি মিশ্রিত করিয়া তথায় প্রলেপ দিবে, অথবা কোন বলদের পিত্ত জ্বালাইয়া ছাই করিয়া সেই ছাই উক্ত স্থানে ছড়াইয়া দিবে, ইহাতে অতি সত্বর আরোগ্য হইবে।

৩৫। কাটা ঘায়ের রক্ত বন্ধ হওয়ার তদ্বীর

নিমোক্ত আয়ত ৭ বার পড়িয়া সরিষার তৈলে ফুক দিয়া কাটা ঘায়ে লাগাইলে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۙ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا

فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ☆

"কোলনা ইয়ানারো কুনি বারদাওঁ অ-ছালামোন আলা এবরাহিম অ-আরাদু বেহি কায়দান ফা-যায়ালনা হোমোল আখছারিনা।"

মস্তকের কিম্বা কোন অঙ্গের জখমের রক্ত বন্ধ না হইলে ধনিয়া পিশিয়া চিনিসহ গোলাবে মিশাইয়া একখানা কাপড়ে লাগাইয়া জখমে বাঁধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হইবে এবং জখম সুস্থ হইয়া যাইবে।

শরীরে নূতন জখম হইলে মাকড়সার জাল উহাতে লাগাইয়া দিলে ঘা শুকাইয়া যাইবে। এইরূপ যে জখমে রক্ত বন্ধ না হয়, উহার উপর উপরোক্ত জাল লাগাইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

'উটের লোম অগ্নিতে জ্বালাইবে' انزروت আঞ্জরুত, নামক ঔষধ ও উপরোক্ত ভষ্ম সম ওজন লইয়া খুব পিশিয়া জখমে ছড়াইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

'আঞ্জরুত' হেকিমী ঔষধালয়ে পাওয়া যাইবে।

৩৬। স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব ও রক্তপিত্ত বন্ধ হওয়ার তদ্বীর

(১) নিমোক্ত দোওয়া তিনখানা কাগজে লিকিবে, একখানা স্ত্রীলোকে সম্মুখে কাপড়ের আঁচলে, দ্বিতীয়খানা পশচাতের দিকের আঁচলে এবং তৃতীয়খানা নাভীর নীচে বাঁধিয়া দিবে, ইহাতে সুস্থ হইয়া যাইবে। রক্তপিত্তগ্রস্ত ব্যক্তি নিম্নোক্ত তাবিজ দুই চক্ষের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবে।

وما محمد الا رسول ج قد خلت من قبله الرسل ط افائن
مات او قتل انقلبتم على اعقا بكم - انتقلب يادم بالف لا حول
ولاقوة الا بالله العلى العظيم ☆

(২) চারখানা কাগজে দশ দশবার م 'মিম' অক্ষর লিখিবে, এখখানা গুলি করিয়া খাইয়া ফেলিবে, দ্বিতীয়খানা তাবিজ করিয়া মস্তকে বাঁধিবে, তৃতীয়খানা গলায় বাঁধিয়া দিবে চতুর্থখানা পলিতা বানাইয়া উহার ধোঁয়া নাভীতে লাগাইবে। ইহাতে রক্তপিত্ত ও রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

(৩) লাল আকিক পাথর গলায় নিয়া রাখিলে, এই পীড়া আরোগ্য হয়।

(৪) বকরির শুষ্ক বিষ্টা খুব পিষিয়া কোন্দর নামীর ঔষধের সহিত মিশাইয়া কাপড়ে পোটলা করিয়া স্ত্রীলোকের যোনীতে দিবে।

৩৭। চতুষ্পদের পৃষ্ঠের জখমের কীট নিবারণের দোওয়া

এক মুষ্টি মৃত্তিকার উপর নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়া জখমের উপর ছিটাইয়া দিলে সমস্ত কীট পড়িয়া যাইবে।

بوس (تين بار) دوس (دو بار) ايوس اند روس (دو بار)
بالكهف بالرقيم بالرب الملك العظيم اخرج ايها الدود من
العقر بحق هذه الاسماء ☆

বুছোন (৩বার) দুছোন (২বার) আইউছোন আন্দরুছোন (২বার) বেল কাহফে, বের-রাকিমে, বের- রাব্বেল মালেকেল আজিমে ط , ওখরোজ আইয়োহাদ্দুদো, মেনাল, বেহাক্কে হাজেহেল আছমায়ে।

৩৮। চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা ছিদ্রের কীট নিবারণের তদ্‌বীর

সূর্য্য অস্তমিত ও উদয় হওয়ার নিকট সময় নিম্নোক্ত দোওয়া এক মুষ্টি মৃত্তিকার উপর ফুঁক দিয়া সূর্য্যের দিকে ছড়াইয়া দিবে, এইরূপ সাত দিবস করিতে হইবে।

بســم الـلّٰه الر حمن الر حيم۔ حوس (دوبار) لوس (دوبار)

دوس (دوبار) در يانوس (دوبار) دقيانوس با لطور بالنور بالرقيم

بـالـرب الـعـظـيـم بـالسقف المر فوع بالبحر المسجور انتشرا يها

الدود من اذنِ فلان بن فلانة كما انتشر هذا التراب من يدى بالف

بـالف لا حـول ولاقـوة الا بـالـلّٰه العلى العظيم وصلى اللّٰه على

سيدنا محمد وعلى اٰله و صحبه و سلم۔ الم ترا لى الذين خرجوا

مـن ديـار هم و هم الوف حذر الموت ﻣ فـقـال لهم اللّٰه مو توا ثم

مت و اذهب و انتشر ايها الدود بقدرة الحى الذى لايموت ☆

বিছমিল্লাহের রাহমানের রহিম, হাওছোন (২বার) লাভোছোন (২ বার) দুছোন (২বার) দারাইয়ানুছোল (২বার) দেকাইয়ানুছোন (২বার) বেত্তুরে বেন্নুরো বের্রাকিমে, বের্রাব্বেল আ'জিম, বেছ-ছাকফেল মারফুয়ে, বেল-বাহারেল মাচজুরে এন্তাছের আইয়োদ্দুদো মেন ওজনে ফোলানেবনে- ফোলানাতেন কামান্তাছারা হাজাত্তোরাবো মেন ইয়াদি বে-আলফে আলফে লাহাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আ'লিয়েল আজিম ও-ছাল্লাল্লাহো আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাজেওঁ অ-আলা আলেহি অ অছহাবেহী অ-ছাল্লাম, আলামতারা এলাল্লাজিনা খারাজু মেন দেয়ারেহিম অ-হুম ওলুফোন হাজারাল মাওৎ ফাকালা লাহোমোল্লাহো মুত মোতু অজহাব আন্তাছের আইয়োহাদ্দুদো বেকোদরাতেল হাইয়েল্লাজি লাইয়ামুতো।"

ফোলান স্থলে রোগীর নাম ও ' ফোলানাতেন' স্থলে তাহার মাতার নাম নাম লইবে।

যদি কর্ণে পোকা হইয়া থাকে, তবে উপরোক্ত ভাবে বলিবে, আর যদি চক্ষে পোকা হইয়া থাকে, তবে من اذن 'মেন ওজনে স্থলে من عين মেনআ'এন বলিবে। আর নাসিকা রন্ধ্রে পোকা হইলে من منخر 'মেন-মেনখারে' বলিবে।

৩৯। উকুন নিবারণের তদ্‌বীর

আতাফলের (শরিফার) দানা ভাজিয়া পিষিয়া নারিকেলের তৈল মিশ্রিত করিয়া মস্তকে মালিশ করিবে এবং কাপড় দ্বারা মস্তক ২ ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিবে, ইহাতে উকুন নিবারণ হইবে। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ।

৪০। পায়ের ঝোঁঝিয়া বাতের তদ্‌বীর

কাহারও পায়ে ঝোঁঝিয়া লাগিলে ঐরূপ লোকের নাম স্মরণ করিবে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিভাজন হয়েন। মুছলমানদিগের জন্য হজরত নবী (ছাঃ) অপেক্ষা সমধিক প্রীতিভাজন আর কেহ নাই কাজেই محمد الرسول الله صلى الله عليه و سلم মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম বলিবে, ইহাতে উহা ভাল হইয়া যাইবে।

৪১। দুঃখ মানোষ্ট নিবারণের তদ্‌বীর

হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যই সমধিক শক্তিশালী, তাহাদের চেয়ে নেশা সমধিক শক্তিশালী, কেননা উহা মানুষের জ্ঞান নষ্ট করিয়া ফেলে। নেশা অপেক্ষা নিদ্রা সমধিক শক্তিশালী,নিদ্রা অপেক্ষা মনকষ্ট ও দুঃখ সমধিক শক্তিশালী । একটী হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে তাহার দুঃখ ও মনঃপীড়া দূরীভূত হইয়া যাইবে।

اللّٰهم انى عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصينى
بيدک ماض فى حكمک عدل فى قضا ئک اسئلک بكل
اسم هو لک سميت به نفسک او انزلته فى كتابک اوعلمته
احدا من خلقل اواستا ثرت به فى علم الغيب يندک ان تجعل

القران العظيم ربيع قلبى ونور بصرى وشفاء صدرى وجلاء حزنى وذهاب غمى ☆

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আবদোকা,অ-এবনো আবদেকা অ-এবনো আমাতেকা, নাছেয়াতি বে-ইয়াদেকা ض মাদেন ض ফি-হুকমেকা, আদলোন ফি কাদায়েকা ض । আছয়ালোকা বেকুল্লে এছমেন হুওয়া লাকা ছাম্মায়তা বেহি নাফছাকা আও আঞ্জালতাহু ফি কেতাবেকা আও আল্লামতাহু আহদাম মিন খালকেকা আভেছতা ছারতা বেহি ফি এলমেল গায়েবে এ'এন্দকা আন- তাজয়ালাল, কোরআনাল আ'জিমা, রাবিয়া কালবী অ-নুরা বাছারী, অ-শেফায়া ছাদরি অ-যেলায়া হোজনি,অ-জেহাবা গাম্মি।

৪২। রাগ নিবারণের তদ্‌বীর

রাগ করিলে গোছল করিবে, ভাল রূপে ওজু করিয়া দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িবে, তৎপরে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে, ইহাতে রাগ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

اللهم اغفرلى ذنبى واذهب غيظ قلبى و اعذنى من الشيطان الرجيم ☆

"আল্লাহুম্মাগফেরলী জাম্বী অ-আজ্‌হেব গায়জা কালবী অ-আ'য়েজনি মিনাশ শায়তানের রাজিম।

৪৩। দাড়ীতে চিরুণী করার দোওয়া

প্রত্যেক ফজরের নামাজের পর দাড়ীতে চিরুণী করিবে, সেই সময় ছুরা ফাতেহা ও আলাম নাশরাহ পড়িবে,ইহাতে মনের দুঃখ নিবারণ হয় এবং মনোবাঞ্ছা পূণ হয়।

৪৪। বোধ-শক্তিহীনতার তদ্‌বীর

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি বলিয়াছেন,যে ব্যক্তির জ্ঞান লোপ প্রাপ্ত

হইয়াছে, নিম্নোক্ত আয়ত লিখিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া ইহা পরীক্ষিত তদ্‌বীর।

ونفخ فى الصور فصعق من فى السمٰوٰت ومن فى الارض

الا من شاء الله ☆

অনফিখা ফিছ ছুরি ফাছায়িকা মান ফিছ ছামাঅতি অমান ফিল আরদে ইল্লা মানশা আল্লাহ।

৪৫। বসন্তের তদ্‌বীর

(১) সাতটি যবের দানা লইয়া প্রত্যেকটির উপর নিম্নোক্ত দোওয়া তিনবার পড়িয়া ফুঁক দিয়া রোগীকে খাইতে দিবে-

الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذر

الموت فقال لهم الله موتو موتو موتو فقل ينسفها ربى نفسا

فيذرها قاعا صفصفا لاترى افيها عوجا ولا امتا يا ايها النبات

المنبوت مت مت مت باذن الله الحى الذى لا يموت ☆

"আলামতারা এলাল্লাজিনা খারাজু মিন দিয়ারেহেম অ-হুম ওলুফোন হাজারাল মাওৎ ফাকালা লাহোমোল্লাহো মুতু, মুতু মুতু। ফা কোল ইয়ান ছোফাহা রাব্বি নাফছান ফাইয়াজারোহা কায়া'নছাফছাফান লাতারা ফিহা এওয়াযাঁও অলা আমতা। ইয়া আইয়োহান্নাবাতোল মামবুতো মোৎ মোৎ মোৎ বে-ইজনিল্লাহেল হাইয়েল লাজি লাইয়ামুতো।"

(২) এমাম জালালুদ্দিন ছাউতি (রঃ) লিখিয়াছেন,—তেজ সিরকা, পেঁয়াজ, মেহেদী ও কিছু আফিং একত্রে পিষিয়া বসন্ত বাহির হওয়া মাত্র সমস্ত শরীরে মালিশ করিয়া দিবে, ইহাতে খোদার ফজলে উহা শুষ্ক ও ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং শরীরে উহার তাপ ক্রিয়া করিতে পারিবে না।

(৩) যদি চক্ষে বসন্ত বাহির হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে হয় سمق 'ছামাক' এর পানি চক্ষে দিতে থাকিবে, না হয় বাটীর যে ব্যক্তি প্রথমে তাহার বসন্ত

দেখিয়াছিল, তাহার চক্ষে পানি উক্ত রোগীর চক্ষে দিবে, ইনশাআল্লাহ তাহার চক্ষে বসন্ত বাহির হইবে না মোজার্রাবাতে ছিউতি ১১৫ পৃষ্ঠা।

ছামাক হেকিমী ঔষধালয়ে পাইবেন।।

(৪) যদি কাহারও চেহারাতে বসন্তের চিহ্ন থাকিয়া যায়, তবে কুলের শুষ্ক পাতা ও মেহেদী পাতা খুব পিষিয়া পানির সহিত মিশ্রিত করতঃ চেহারাতে মালিশ করিবে, ইহাতে উক্ত চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যাইবে।

(৫) নিম্নোক্ত নকশা গলায় বাঁধিয়া দিলে, সত্ত্বরই বসন্ত আরোগ্য হইয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত তদ্‌বীর। যাহার না হইয়া থাকে, সে ব্যবহার করিলে বসন্ত হইবে না।

١١	١٤	١	٨
٥	٤	١٥	١٠
١٦	٩	٦	٣
٢	٧	١٢	١٣

(৬) যে ব্যক্তি তাজা ধনিয়া বাটিয়া রস বাহির করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া কাজলের ন্যায় চক্ষে ব্যবহার করিবে, তাহার চক্ষে খোদার ফজলে বসন্ত হইবে না।

(৭) লবণ পানিতে মিশ্রিত করিয়া গমের নেশাস্তর সহিত মিশাইয়া ঘুটিতে ঘুটিতে মধুর ন্যায় গাঢ় হইয়া গেলে, বসন্ত রোগ গ্রস্তের সমস্ত শরীর মালিশ করিয়া দিবে, ইহাতে অতি সত্ত্বর উহা আরোগ্য হইয়া যাইবে।

(৮) কোন বালকের শরীরে বসন্ত দেখা গেলে মেহেদীর পাতা পিষিয়া তাহার পদদ্বয়ে লাগাইয়া দিবে, ইহাতে তাহার চক্ষে বসন্ত বাহির হইবে না।

(৯) শুষ্ক গোলাপ ফুল সুরমার ন্যায় পিষিয়া উক্ত রোগীর বিছানায় ছড়াইয়া দিলে, মহোপকার হইয়া থাকে।

(১০) বসন্ত বাহির হওয়া মাত্র যবের ছাতু বেশি পরিমাণ পানিতে গুলিয়া উক্ত রোগীর সমস্ত শরীরে লাগাইয়া দিলে বসন্তের তাপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে এবং উহা আরোগ্য হইবে।

(১১) পুরাতন হাড় পিষিয়া, জাফরাণ পিষিয়া সমুদ্রের ফেনা পিষিয়া ডিমের শ্বেত অংশ, যবের পানি ও সাবানের পানি একত্রে কিম্বা পৃথক পৃথক ভাবে গাত্রে মালিশ করিলে বসন্তের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

৪৬। কলেরার তদ্‌বীর

(১) নিম্নোক্ত দোওয়া লিখিয়া তাবিজ করিয়া রাখিবে—

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ـ اشرق نور اللّٰه ظهر كلام اللّٰه
نفذ حكم اللّٰه استعنت باللّٰه تو كلت على اللّٰه وبلطيف صنع اللّٰه
وبجميل ستر اللّٰه التجات الى اللّٰه فو جت امرى الى اللّٰه ما شاء
اللّٰه لا قوة الا باللّٰه تحصنت بخفى لطف اللّٰه و بطيف صنع اللّٰه
و بجميل ستر اللّٰه و بعظيم ذكر اللّٰه و بعزة سلطان اللّٰه و دخلت
فى كنف اللّٰه وا ستجرت بر سول اللّٰه اللّٰهم ا ستر نى بسترك
الحصين الذى سترت به ذاتك و لاعين تراك ولا تصل
اليك يا ارحم الراحمين يا اللّٰه يا اللّٰه يا اللّٰه اللّٰه ا كبر اللّٰه ا كبر
اللّٰه ا كبر مما نخاف و نحذر اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر اللّٰهم
انى اعوذبك من الطعن و الطاعون و عظم البلاء فى المال و
النفس و الاهل و الاولاد اللّٰهم صل على سيدنا محمد و على اله

و صحبه و سلم تسليما صاحب الحوض و الكوثر الله اكبر الله

اكبر الله اكبر اللهم شفعت فينا بنبيك محمد صلى الله عليه

وسلم تسليما فامهلنا و عمرنا زلنا و كن لنافى غربتنا ولا

تهلكنا بذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين ☆

(২) যে ব্যক্তি মহামারির সময় প্রত্যেক দিনে ২৮০ বার **سلام قولا من رب رحيم** 'ছালামোন কাওলাম মের-রাব্বের রহিম, পড়িবে, কিম্বা উক্ত দোওয়া পাঁচবার কাগজে লিকিয়া তাবিজ করিয়া রাখিবে ইহাতে খোদাতায়ালা উক্ত বালা হইতে তাহাকে নিরাপদে রাখিবেন।

(৩) ছুরা ফাতেহা ৭ বার ও নিম্নোক্ত দোওয়া একবার পড়িয়া গরু কিম্বা ছাগলের মস্তকে ফুঁক দিয়া উহা জবেহ করিয়া বন্টন করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি উহার এক টুকারো খাইবে। কলেরা ও প্লেগ রোগ হইতে নিরাপদে থাকিবে। দোওয়াটি এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ

يَا مُؤْمِنُ يَامُهَيْمِنُ يَا قَرِيْبُ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُوْنِ يَا اَللّٰهُ

اَلْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَاذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يَاذَا

الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ يَاذَا الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُوْنِ

يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانَ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا قَائِمُ لَا يَزُوْلُ يَا عَالِمُ لَا

يَنْسٰى يَابَاقِىُ لَا يَغْنٰى خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا

اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَاحَىُّ لَايَمُوْتُ يَاصَمَدُ لَايُطْعَمُ يَا غَنِىُّ

لَا يَفْتَقِرُ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا

اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ يَا رَحِيْمُ يَا قَدِيْمُ مِنْ كُلِّ قَدِيْمٍ يَا عَظِيْمُ مِنْ كُلِّ

عَظِيْمٍ يَا كَرِيْمُ مِنْ كُلِّ كَرِيْمٍ خَلِّصْنَامِنَ الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ

الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا مَنْ هُوَفِىْ سُلْطَانِهٖ عَظِيْمٌ يَا

مَنْ هُوَ فِىْ مُلْكِهٖ قَدِيْمٌ يَامَنْ هُوَ فِىْ عِلْمِهٖ مُحِيْطٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ عِزِّهٖ

لَطِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ لُطْفُه' شَرِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ مَلْكُه' غَنِىٌّ خَلِّصْنَا مِنَ

الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا مَنْ

اِلَيْهِ يَهْرَبُ الْعَاصُوْنَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ

يَرْغَبُ الرَّاغِبُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَلْتَجِى الْمُلْتَجُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَفْزَعُ

الْمُذْنِبُوْنَ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ

الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِبَقَائِكَ يَا عَالِمُ يَا قَائِمُ

يَا غَفُوْرُ يَا بَدِيْعَ الْبَقَاءِ يَا وَاسِعُ اللُّطْفِ حَافِظُ يَا حَافِظُ يَا مُغِيْثُ يَا

صَمَدُ يَا خَالِقُ يَا نُوْرَ قَبْلَ نُوْرٍ يَا نُوْرَ كُلِّ نُوْرٍ يَا اَللّٰهُ خَلِّصْنَا مِنَ

الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا مَنْ

هُوَ فِىْ قَوْلِهٖ فَضْلٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ مُلْكِهٖ قَدِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ عِلْمِهٖ

لَطِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ عَطَائِهٖ شَرِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ يَا مَنْ

هُوَ فِىْ عَذَابِهٖ عَدْلٌ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانُ يَا

هُوَ فِیْ عَذَا بِهٖ عَدْلٌ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّا عُوْنِ وَالْوَ بَاءِ یَا اَللّٰهُ اَلْاَ مَانُ یَا

اَللّٰــهُ الْاَ مَانُ یَا اَللّٰــهُ الْاَ مَانُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاَسْمَا ئِکَ

الْحُسْنٰی یَا اَوَّلَ الْاَوَّلِیْنَ وَاٰخِرَ الْاٰخِرِیْنَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ خَلِّصْنَا

مِنَ الطَّا عُوْنِ وَ الْوَبَاءِ یَا اَللّٰهُ الْاَ مَانُ یَا اَللّٰهُ الْاَ مَانُ یَا اَللّٰهُ الْاَ مَانُ

اَسْئَلُکَ اَنْ تُجِیْرَ نَا مِنْ عَذَابِکَ وَاغْفِرْلَنَا وَ لِاٰ بَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا

وَلِاَوْلَادِنَا وَ ذُرِّیَّتِنَا وَ لِجَمِیْعِ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْ مِنِیْنَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْیَاءِ وَالْاَمْوَاتِ نَجِّنَا مِنْ جَمِیْعِ الْکُرُبَاتِ وَاعْصِمْنَا

مِنْ جَمِیْعِ الْاٰ فَا تِ وَخَلِّصْنَا مِنَ الْبَلِیَّاتِ وَ ادْفَعْ عَنَّا الْوَبَاءَ وَ الْبَلَاءَ

وَ الْاَمْرَاضَ وَ الْعِلَلَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْفِتَنِ وَالطَّاعُوْنِ وَ نَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْهَمِّ وَ هُجُوْمِ

الْوَبَاءِ مِنْ مَوْتِ الْفُجَاتِ وَ نَعُوْذُ بِکَ مِنْ دَرْکِ الشِّقَاءِ وَ سُوْءِ

الْقَضَاءِ وَ نَعُوْذُ بِکَ مِنْ جَمِیْعِ قَضَایَاکَ وَ بَلَایَکَ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ

بِرَحْمَتِکَ یَااَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ وَ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِیْمًا ☆

এই দোওয়াটি এমাম জালালুদ্দিন চিউতির মোজারাবাত কেতাবের ১২৪/১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

(৪) লৌহ অগ্নিতে লোহিত বর্ণ করিয়া পানি দ্বারা নির্ব্বাপিত করিবে, এইরূপ কয়েকবার করিয়া উক্ত পানি রোগীকে পান করাইবে।।

৪৭। প্লেগের তদ্‌বীর

প্লেগ অতি কঠিন পীড়া, মনুষ্যের রক্ত বিকৃত হইয়া বরবটীর ন্যায় কিম্বা তদপেক্ষা কিছু বড় স্ফোটক বাহির হয়, ইহাকেই প্লেগ বলা হইয়া থাকে। যে স্ফোটকটি ডাহিন বোগলে বাহির হয়, ইহাই সর্ব্বপেক্ষা মারাত্মক।, যে স্ফোটকটি ডাহিন উরুতে বাহির হয় তাহা তদপেক্ষা কম মারাত্মক হইয়া থাকে যে স্ফোটকটি বাম বোগলে বাহির হয়, তদপেক্ষা কম আর যেটি বাম উরুতে তৎপরে যেটি গলাতে বাহির হয়, তদপেক্ষা কম মারাত্মক হয়, কাল স্ফোটকটি অধিক মারাত্মক হইয়া থাকে, তৎপরে সবুজ তৎপরে জরদ তৎপরে লাল স্ফোটক অপেক্ষাকৃত কম থাকে। এই রোগে বালকেরা অতি সত্ত্বর নষ্ট হইয়া থাকে। তৎপরে অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত স্ত্রীলোগণই নষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নে এই পীড়ার কতকগুলি তদ্‌বীর লিখিত হইল।

১। নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া গলায় বাঁধিবে-

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم او من كان ميتا فاحيينٰه و جعلنا

لـه نـو را يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمٰت ليس بخارج

منها ط كـذٰلك زيـن لـلـكٰـفـرين ما كانو يعملون فرد حى قيوم

حكم عدل قدوس ☆

২। নিম্নোক্ত নকশা স্পষ্ট অক্ষরে পূর্ণভাবে লিখিয়াগলায় বাঁধিবে —

يا مقتدر		يا رقيب
يا عليم		يا خالق

৩। দরওয়াজায় নিম্নোক্ত আয়ত লিখিয়া লাগাইয়া দিবে—

عسى الله ان يكف باس الذين كفروا ط والله اشد باسا و اشد تنكيلا ـ قل للذين كفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد ـ و كاين من اية فى السموٰت يمرون عليها وهم عنها معرضون ☆

৪। দরওয়াজাতে নিম্নোক্ত দোওয়া লিখিয়া লাগাইয়া দিবে,—

مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن حى حى حى حى حى حى حى حى حى حى حى حى حى حى حى حى بحق محمد رسول الله و الشيج عبد القادر الگلانى والشيخ شهاب الدين احمد البلقينى ☆

৫। নিম্নোক্ত দোওয়া লিখিয়া তাবিজ করিয়া রাখিবে, কিম্বা দৈনিক পড়িতে হইবে।।

يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل حى صمد باقى و له كنف واقع دخلنا فى كنف الله واستجرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نجعلك فى نحورهم ونعوذبك من شرورهم يا مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين الله لى عند كل شدة حسبى الله وحده اليس

اللّٰه بكاف عبده ـ وصلى الله على عند الله على سيدنا محمد واله و يحفظنا من الطعن والطاعون بجاهء (يٰايها الذين امنوا اذكروا نعمت اللّٰه عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايد يهم فكف ايد يهم عنكم ج وا تقوا اللّٰه ط وعلى اللّٰه فليتو كل المؤ منين) يه ايت يٰايها الذ ين امنوا پا نچ بار لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤ منين رؤف رحيم ـ فان تولو فقل حسبى اللّٰه لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ☆

ইয়ালাতিফো লাম ইয়াজাল ওলতোফ বেনা ফি-মানাজালা ইন্নাকা লতিফোন লাম -তাজাল হাইয়োন ছামাদোন বাকেইয়োন অলাহু কানাফোন ওয়াকেয়োন দাখালনা ফি-কানাফেল্লাহে অছতাজারনা বেরাছুলিল্লাহে ছাল্লাল্লাহো অলায়হে অছাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইন্না নাজয়া লোকা ফি-নোহুরেহেম, অ-নাউজো বেকা মেন শরুরেহেম ইয়া মালেকা ইয়াওমেদ্দীন,ইয়াকা না'বোদো অই ইয়াকা নাছতায়ী'ন আল্লাহো লী এন্দা কুল্লে শেদ্দাতেন হাছ-বিয়াল্লাহো অহদাহু, আলাছাল্লাহো বেকাফেন আ'বদাহু। অছাল্লাল্লাহো আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেঁও অ-আলিহি অ ইয়াহ ফাজেনা মিনাত্তা'নে অত্তাউনে বেজাহে ইয়া (আইয়োহাল্লাজিনা) আমানুজকোরূ নে'মাতাল্লাহে আলায়কোম এজহাম্মা কুউমোন আইয়াবছেতু এলাইকোম আইদিয়াহোম ফাকাফ্যা আইদিয়াহোম আনকোম অত্তাকোল্লাহা অ-আলাল্লাহে (ফালয়াতওক্কালেলমোমে নুন) ব্রাকেটের মধ্যস্থিত আয়তটি পাঁচবার লিখিত কিম্বা পড়িতে হইবে। লাকাদ জায়া'কোম আয়তটি রাছুলোম মেন অনফোছোকোম আ'জিজোন আলায়হে মা আনেত্তোম হারিছোন

আলাকোম বেল মো'মেনিনা রাউফোর রহিম। ফাএনতাওয়াল্লাও ফাকোল হাছবিয়াল্লাহো, লা-এলাহা ইল্লাহু আলায়হে তাওয়াক্কালতো অহুওয়া রাব্বেল আরশেল আজিম।"

(৬) যে ব্যক্তি ফজর ও মগরেবে তিন তিনবার নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে, প্লেগ হইতে নিরাপদে থাকিবে—

تحصنت بذى العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت و توكلت على الحى الذى لا يموت اصرف عنا هذا الوباء - انك على كل شئ قدير ☆

"তাহছ-ছানতো বেজেল এজ্জাতে অল-জাবারূপে অ'তাছামতো বেরাব্বেল মালাকুতে অ-তাওয়াক্কালতো আলাল হাইয়েল্লাজি লাইয়ামুতো, এছরেফ আ'ন্না হাজাল অবায়া ইন্নাকা আ'লা কুল্লে শাইয়েন কাদির।

৭। যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোওয়া ফজর ও মগরেবে সাত শত বার পড়িবে কিম্বা লিখিয়া ঘরের দরজায় লাগাইয়া দিবে, প্লেগ হইতে নিরাপদে থাকিবে—

لا اله الا اللّٰه امان من الطعن محمد رسول الله طعن فى الطاعون (الهى بحرمة) سيدى عبد الو هاب الشعرانى . سيدى شمس الدين الحنفى سيدى سراج الدين البلقينى - حى صمد باقى وله كنف واقع - سبحان الملك الخلاق ☆

"লাএলাহা ইল্লাল্লাহো আমানোম মেনাত্তা'নে মোহাম্মাদোর রাছুলল্লাহে তা'য়োন ফেত্তায়ুনে (এলাহি বেহেরমাতে) ছাইয়েদী আবদুল অহাবেশ শা'রানিয়ে ছাইয়েদী শামছুদ্দীনেল হানাফীয়ে, ছাইয়েদী ছেরাজোদ্দীনেল বালকিনি, হাইয়োন, ছামাদোন, বাকিয়োন অলাহু কানাফোন-ওয়াকেয়ো, ছোবহানান- মালেকোল খাল্লাক।

৪৮। ক্রিমি নিবারণেরর তদ্‌বীর

১। খুব ক্ষুধার্থ অবস্থায় খুব উদরপূণ করিয়া গাজর খাইবে, সেই দিবস অন্য কিছু খাইবে না, ইহাতে পেটের সমসক্ত ক্রিমি মরিয়া বাহির হইয়া যাইবে

২। পদিনা কিম্বা কমলা লেবুর খোসা যাহাতে সাদা অংশ না থাকে, মধুসহ খাইলে ক্রিমি নিবারণ হয়।

৩। খালি পেটে চাউল ভাজা খাইয়া সুটের রস আধপোয়া পরিমাণ খাইলে ক্রিমি মরিয়া যায়।

৪। চারা খেজুরের রস, আনারসের পাতার রস ও তাজা চুণের পানি এক এক ছটাক লইয়া খালি পেটে কয়েক দিবস খাইবে।

৫। দারমানা درمنه ছাদাব سداب হাব্বেনিল حب النيل আনিছুনে হাবশি انيسون حبشى তেরমাছে তালখ (বাকেল্লা) ترمس تلخ يعنى باقلا কিম্বা তোখমে গান্দানা تخم گندنا মধুসহ খাইলে ক্রিমি নিবারণ হয়।

৬। ছেবরে-ছকুৎরি صبر صقوطرى পাঁচ দেরম হালিউন পাঁচ দেরেম এই দইটি বস্তু খুব পিষিয়া মধুসহ মা'জুন বানাইয়া খালি পেটে খাইতে হইবে।

৭। ছাংতাজের ছাল سنگترى كاچهلكا ১০ দেরম শুকাইয়া খুব পিষিয়া মধুর সহিত খাইলে কতক ক্রিমি মরিয়া যায় এবং কতক বাহির হইয়া যায়।

৮। দশটি রসুনের খোসা ফেলিয়া পিষিয়া মধুসহ মা'জুন করিয়া খালি পেটে খাইলে ক্রিমি মরিয়া যাইবে।

৯। কাল জিরা রিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া পেটে মালিশ করিলে, ক্রিমি মরিয়া যায়।

১০। দারমনা তুর্কি درمنه تركى তিন দেরম হাব্বোলকাৎম় حب الكتم পাঁচ দেরম খুব পিষিয়া দধির সহিত খাইবে, ইহা পরীক্ষিত ঔষধ।

৪৯। কান কামড়ানোর তদ্‌বীর

কাঁচা কুঞ্চি অগ্নিতে ঝলসাইয়া রস বাহির করিয়া কর্ণে দিলে, কান কামড়ানো নিবারণ হয়।

৫০। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগার তদ্‌বীর

(১) কিছু পরিমাণ মসুরি ও উহার সম ওজন জবরেবালাতফি جبر بلاطفی খুব পিষিয়া লইয়া উহাতে ডিমের শ্বেত অংশ মিলিত করিয়া ভাঙ্গা অঙ্গে প্রলেপ দিয়া কাপড় দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে, ইহাতে মাংস পুরিয়া উঠিবে এবং ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিবে। এইরূপ হাড় স্থানচ্যুত হইয়া গেলে, উপরোক্ত তদ্‌বীর করিবে। ইহা জালিনুছ হেকিমের তদ্‌বীর জবরে বালাতফি হেকিমি ঔষধ বিক্রেতাদিগের নিকট সন্ধান করিলে পাইবেন।

২। বিশ চড়কের (বিশতড়কের) পাতা কিঞ্চিৎ আদাসহ পিষিয়া প্রলেপ দিলে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিয়া থাকে, ইহা পরীক্ষিত তদ্‌বীর। ব্যণ্ডেজ করিয়া ঠিক ২৪ ঘণ্টা বাঁধিয়া খুলিয়া ফেলিবে।

৫১। সহজে সন্তান প্রসব হওয়ার তদ্‌বীর

(১) ছুরা ফাতেহা একবার লিখিবে, তৎপরে নিম্নোক্ত দোওয়া লিখিয়া স্ত্রীলোকের গলায় বাঁধিবে, কিম্বা ধুইয়া খাওয়াইবে—

كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الاساعة من نهار كانهم يوم يرو نها لم يلبثوا الا عشية او ضحٰها ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ اذا السماء انشقت ۙ واذ نت لربها وحقت ۙ واذا الارض مدت ۙ و القت ما فيها و تخلت ـ لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب (تا اخر سورة يو سف) اللّٰهم يا خالق النفس يا مخرج النفس من النفس يا مخلص النفس من النفس خلصنا بلطفك و فضلك يا ارحم الر احمين ☆

(২) নিম্নোক্ত দোওয়া নতুন বাসনে লিখিয়া ধুইয়া কিছু অংশ পান করাইবে এবং কিছু অংশ তাহার মুখে ছিটা দিবে,—

اخرج ايها الو لد من بطن ضيق و من رحيم ضيق الى سعة هذه الدنيا ـ اخرج بقدرة الله الذى جعلك فى قرر مكين لو انزلنا هذا القرأن على جبل (تا اخر سوره حشر) ونزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة للمؤ منين ☆

(৩) নিম্নোক্ত দোওয়া ও নকশা নূতন বাসনে লিখিয়া ধুইয়া পান করাইলে, সত্ত্বরই সন্তান প্রসব হইবে-ইনশাআল্লাহ।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ بسم الله الذى لا يضر مع اسمه فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم ـ الله لا اله الا هو ج الحى القيوم ج لا تاخذه سنة و لا نوم له ما فى السموٰت وما فى الارض ط من ذاالذى يشفع عنده الا باذنه ط يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ج ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء ج وسع كرسيه السموٰت والارض ج ولايئوده حفظهما ج وهو العلى العظيم ـ الحمد لله رب العلمين ـ كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار ☆

د	ط	ب
ج	ه	ز
ح	ا	ر

(৪) তাজা ধনিয়া শিকড় সমবেত উৎপাটন করিয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়া ফুঁক দিয়া স্ত্রীলোকের গলা কিম্বা বাম উরুতে বাঁধিয়া দিলে, সত্বর সন্তান প্রসব হয়। কিন্তু প্রসব হওয়া মাত্র উহা খুলিয়া ফেলিবে, কিছুতেই বিলম্ব করিবে না।

(৫) যদি উক্ত স্ত্রীলোকের মস্তকের কেশ লইয়া জ্বালাইয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়া ফুঁক দিয়া যোনীতে ধোঁয়া দেওয়া হয়, তবে অবিলম্বে খোদার হুকুমে সন্তান প্রসব হয়। ৪/৫ দোওয়া এই—

واذا الارض مدت ۵ والقت ما فيها وتخلت ۵ واذنت لر

بها و خقت اهيا واشراهيا ☆

৫২। চতুষ্পদের বাচ্চা প্রসব করা তদ্‌বীর

আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত ইছা ও হজরত এহইয়া আলায়হেমোছ-ছালাম এক ময়দানে যাইতে ছিলেন হঠাৎ তাঁহারা একটি অরণ্যবাসী পশুকে প্রসব বেদনায় অস্থির দেখিতে পাইলেন, ইহাতে হজরত ঈছা (আঃ) হজরত এহইয়া (আঃ) কে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িতে বলিলেন, তাঁহারা উহা পড়া মাত্র বাচ্চা প্রবস হইয়া গেল। মানুষের পক্ষেও ইহা খাটিবে।

حنة ولدت مريم ومريم و لدت عيسٰى- الارض تدعوک

ايها المولود اخرج ايها المولود بقدرة اللّٰه تعالٰى ☆

"হান্নাতো আলাদাৎ মরইয়ামা, অ-মারইয়ামো আলাদাৎ ঈছা আল-

আরদো তাদয়ু'কা আইয়োহাল মাওলুদো ওখরোজ আইয়োহাল মাওলুদো বেকোদরাতিল্লাহেতোয়ালা।

(২) যদি কোন ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তুর প্রসব কালে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়ে, তবে অতি সত্ত্বরেই উহার বাচ্চা পয়দা হইবে।

اللّٰهم انت عدتى عند كربتى انت صاحبى عند شدتى و انت ولى نعمتى ☆

"আল্লাহুম্মা আন্তা ওদ্দাতি এন্দা কোরবাতি, অ-আন্তা ছাহেবি এন্দা শেদ্দাতি,অ-আন্তা অলি ইয়ো নে'মাতি।"
ইহা মানষের জন্যও খাটিবে।

৫৩। প্রসব অন্তে স্ত্রীলোকের ফুল বাহির না হইলে, তাহার তদ্‌বীর

সন্তান মাতৃগর্ভে যে পরদার মধ্যে থাকে, উহাকে ফুল বলা হয়। যদি সন্তান পয়দা হওয়ার পরে উক্ত ফুল বাহির না হয়, তবে পুরু কাপড়ে নিম্নোক্ত দোওয়া লিখিয়া স্ত্রীলোকের পেটে বাঁধিয়া দিবে, ইহাতে খোদার মর্জিতে ফুল বাহির হইয়া যাইবে।

دخل جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل اللّٰهم رب موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و سلم انزلى ايتها المشيمة ص ٥٥

(২) তোখমে -করনব (تخم كرنب) তোখমে খেয়ার (تخم خيار) ছফেদরায়ি (سفيد رئى) নিলাগুলোল نيلا گولل সম ওজন লইয়া খুব পিষিয়া কাৎরানের এর সহিত খমির করিয়া গুপ্তস্থানে রাখিয়া দিলে ফুল বাহির হইয়া পড়ে।

(৩) ঘোড়া গাধা কিম্বা খচ্চরের খুর অগ্নিতে জ্বালাইয়া উহার ধুম গুপ্ত স্থানে দিলে, ফুল কিম্বা সন্তান বাহির হইয়া পড়ে।

(৪) গোশত ও খেজুর ময়দার সহিত পাকাইয়া খাইলে, ফুল বাহির হইয়া পড়ে।

৫৪। মরা সন্তান পেট হইতে বাহির হওয়ার তদ্‌বীর

(১) সর্পের খোলস জ্বালাইয়া স্ত্রীলোকের গুপ্তস্থানে ভাবরা দিলে মরা সন্তান বাহির হইয়া পড়ে, ইহা পরীক্ষিত তদ্‌বীর।

(২) খরবুজার মুকুল পানিতে গরম করিয়া পান করিলে মরা সন্তান ও ফুল উভয় বাহির হইয়া পড়ে।

(৩) দারুচিনি ও লাল গুগোল سخر گو گل উভয়কে পানিতে জোশ দিয়া পান করাইবে এবং উক্ত পানিতে গোমৌরি ভিজাইয়া গুপ্তস্থানে রাখিলে মরা সন্তান বাহির হইবে, ইহা পরীক্ষিত।

(৪) তোখমে করনব تخم کر نب পানিতে জোশ দিয়া কোন নালিতে পূর্ণ করিয়া গুপ্তস্থানে রাখিলে মরা সন্তান বাহির হইয়া পড়ে।

(৫) গোমৌরী জাফরাণের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুহ্যদ্বারে রাখিলে, মরা সন্তান বাহির হয় ও জীবিত সন্তান সুস্থ থাকে।

(৬) বাবুই পক্ষীর বাসা পানিতে মিশাইয়া নাভীতে প্রলেপ দিলে সন্তান বাহির হইয়া পড়ে।

(৭) এক আওকিয়া পরিমাণ ছন্দরুছ سند روس পান করাইলে সন্তান জীবিত হউক, আর মৃত হউক বাহির হইয়া পড়ে।

৫৫। যে স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবকালে উভয় দ্বার এক হইয়া গিয়াছে, তাহার তদ্‌বীর

(১) মুর্গীর হাড় জ্বালাইয়া পিষিয়া তাজা ঘাসের রস ও আঙ্গুর পাতার রসের সহিত মিশাইয়া উক্ত স্ত্রীলোকের গুহ্যস্থানে লেপন করিবে। ইহাতে সে কুমারীর ন্যায় হইয়া যাইবে।

(২) একভাগ مورو মুরু একভাগ মাজু مازو একভাগ শেঙ্গে রফ شنگرف সম ওজন লইয়া পিষিয়া উহা গুহ্যস্থানে লেপন করিয়া দিবে। এক ঘণ্টা এক উরুতে দ্বিতীয় উ রুর উপর রাখিয়া দাবাইতে থাকিবে। উপরোক্ত ঔষধদ্বয় ব্যবহারে যাহার কৌমার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে কুমারী হইয়া যাইবে।

৫৬। যে স্ত্রীলোকের যোনীতে মাংস বৰ্দ্ধিত হওয়ায় সঙ্গম করা যায় না উহার তদ্‌বীর

একখানা কাগজে ৫০টি و অক্ষর লিখিবে, কিন্তু ইহার মাথা যেন চওড়া করিয়া লেখা হয়, তৎপরে নিম্নোক্ত আয়ত লিখিয়া উহা যোনীর মধ্যদেশে রাখিবে।

و اذن فى الناس بالحج يا توك رجالا و على كل ضامر ياتين من كل فج عميق ☆

৫৭। যে বালকের মলদ্বার হইতে নাড়ী বাহির হয় তাহার তদ্‌বীর

ডালিমের ছাল (খোসা) পানিতে গরম করিয়া বালকের উক্ত পানিতে বসাইবে।

৫৮। বালকের তোৎলাভাব নিবারণের তদ্‌বীর

দুগ্ধ সেবন করাকালে সাত দিবস খালি পেটে পেসতা পিষিয়া খাওয়াইলে তাহার জবান খুলিয়া যাইবে।

৫৯। রাত্রিতে বালকের বিছানায় প্রস্রাব বন্ধ হওয়ার তদ্‌বীর

(১) তাহার লিঙ্গে উটের লোম বাঁধিয়া দিলে, বন্ধ হইয়া যায়।

(২) মোরগের মস্তকের তাজ (মোহর) শুকাইয়া খুব পিষিয়া পানির সহিত সরবতের ন্যায় পান করাইলে এই পীড়া উপশম হয়।

৬০। যে বালক চলিতে পারে না তাহার তদ্‌বীর

(১) ইয়া মাতিনো এই নামটি কাগজে লিখিয়া লোবান ইত্যাদির ধোঁয়া দিয়া বালকের গলায় বাঁধিয়া দিবে। يا متين

(২) নিম্নোক্ত নকশা ব্যবহার করিলে, চলৎশক্তি রহিত ব্যক্তি চলিতে পারিবে।

ن	ی	ت	م
۴۰	۴۰۰	۵۰	۱۰
۴۰۰	۴۰	۱۰	۵۰
۱۰	۵۰	۴۰	۴۰۰

৬১। মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিবার তদ্‌বীর

(১) এমাম হাছান বাছারি বলিয়াছেন, এশার বেতের নামাজ পড়িয়া চারি রাকয়াত নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পরে ছুরা আলহাকোমাত্তাকা পড়িবে, তৎপরে বিছানায় শয়ন করিয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে—

اللّٰهم ارنى فلانا على الحالة التى هو عليها

"আল্লাহুম্মা আরেনী ফোলানান আ'লাল হালাতেল্লাতি হুওয়া আলায়হা।"

অর্থ-হে খোদা, তুমি অমুক ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দাও।

আরেনি, 'ফোলানান' শব্দ স্থলে যে মৃতের সহিত সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করে তাহার নাম লইবে। খোদার মর্জিতে কয়েক দিবস এইরূপ করিলে, তাহার সাক্ষাৎ লাভ হইবে।

(২) আল্লামা-ছনুছি লিখিয়াছেন, যদি কেহ জীবিত কিম্বা মৃত বন্ধুকে কিম্বা কোন বিষয়ের অবস্থা বুঝিতে ইচ্ছা করে, তবে নির্জ্জন স্থানে পাক লেবাছ পরিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে, প্রথম রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পরে ৭ বার ছুরা অশ-শামছে এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে উক্ত ছুরা পড়ার পরে সাতবার ছুরা অল্লাইলে পীড়বে, তৎপরে যথাসম্ভব দরুদ শরীফ পড়িয়া পাক ও সাদা ফরশের উপর শয়ন করিবে এবং নিম্নোক্ত নক্‌শা মস্তকের নীচে রাখিয়া শুইয়া যাইবে, যেরূপ নিয়ত করিয়া শুইবে, তাহাই দেখিতে পাইবে।

নক্সাটি এই-

ص	م	ل	ا
ا	ص	م	ل
ل	ا	ص	م
م	ل	ا	ص

৬২। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অবস্থা জানার তদ্‌বীর

নিরুদ্দেশ ব্যক্তি জীবিত আছে, কিম্বা মরিয়া গিয়াছে জানিতে ইচ্ছা করিলে কিম্বা তাহার নিকট কিছু জিজ্ঞাসাকরিতে চাহিলে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর করিবে। রাত্রে ওজু করতঃ পাক কাপড় পরিয়া কেবলার দিকে মুখ করিয়া ডাহিন পার্শ্বে কাৎ হইয়া শুইয়া ছুরা অশ-শামছে অল্লাএলে অত্তীনে ও এখলাছ সাত সাতবার পড়িবে, তৎপরে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে—

اللّٰهم ارنى فى منامى كذا و كذا و اجعل لى فر جا و

مخرجا وارنى فى منامى ما استدل به على اجا بة دعوتى ☆

উপরোক্ত নক্‌শাটি মস্তকের নীচে রাখিবে। সাত দিবসের মধ্যে ইহা জানিতে পারিবে, ইহা পরীক্ষিত তদ্‌বীর।

৬৩। রাতকানার তদ্‌বীর

(বকরির কলিজা) দুই ভাগ করিবে, এক ভাগ ভাজিয়া যখন রস বাহির হইবে তখন উহার মধ্যে চূর্ণ করা গোলমরিচ ছড়াইয়া দিবে এবং উহার উপর কলিজার অপর অংশ রাখিয়া ভাজিবে, যখন উত্তমরূপে ভাজা হইয়া যাইবে, তখন গোল মরিচ বাহির করিয়া লইবে এবং ভাজা কলিজা খুব পিষিয়া ছোরমার ন্যায় ব্যবহার করিলে রাতকানা ভাল হইবে, ইহা পরীক্ষিত তদ্‌বীর।

(২) অল্প সাবান ও মধু মিশ্রিত করিয়া খাইলে আল্লাহর মর্জিতে রাতকানা ভাল হইয়া থাকে।

৬৪। গেঁটের বাতের তদ্‌বীর

তিনখানা কাপড়ে নিম্নোক্ত দোওয়া লিখিয়া বেদনা স্থানে বাঁধিবে।

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم - و ما لنا الا نتوكل على اللّٰه و قد هدينا سبلنا ط و لنصبرن على ما اذيتمونا ط و على الله فليتوكل المتوكلتون - بل يداه مبسوطتان تا الكافرين - سوره مائده ٥ ٢ ركرع فسيكفيكهم اللّٰه - وهو السميع العليم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله و وصحبه و سلم ☆

৬৫। মাথা ঘোরার তদ্‌বীর

(১) লাউর ছালের উপর নিম্নোক্ত দোওয়া লৌহ দ্বারা অঙ্কিত করিয়া মস্তকের উপর রাখিবে-

ادم ندم سومحمد حجم والرب مطلع - واليه يرتفع بالذى رفع ادريس مكانا عليها وكلم اللّٰه موسى تكليما ☆

(২) নিমোক্ত দোওয়া কাগজে লিখিয়া মাথার উপর বাঁধিয়া রাখিবে—

اللّٰهم يا من لا ينام ولا يخاف ولا يموت ولا يغفل اشف ضر عبدك هذ فانا يخاف و ينام يموت ويغفل اشفه من كل ضر و علة وانت السميع العليم

سورة اخلاص و معوذتين ـ لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ☆

৬৬। শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত হরিণের পাতলা চামড়ায় লিকিয়া তাঁমার মাদুলিতে করিয়া বাজুতে বাঁধিবে, ইহাতে শত্রু দর্ণাম ও অপকার করিতে পারিবে না।

وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا

যে শিশু অধিক পরিমাণ রোদন করে, তাহার গলায় উক্ত তাবিজ বাঁধিয়া দিলে রোদন রহিত হইয়া যাইবে।

৬৭। শিশুর ক্রন্দন রহিত করার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি হরিণের পাতলা চামড়াতে লিখিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ـ افمن هذا الحد تعجبون ، و تضحكون ولا تبكون ـ ولبثوا فى كهفهم ثلث مائة سنين و ازدادوا تسعا ☆

নিম্নোক্ত নক্‌শা উহার সহিত যোগ করিবে-

د	ط	ب
ج	ه	ز
ح	ا	ر

(২) নিম্নোক্ত আয়াতগুলি লিখিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে, শিশুদের স্বপ্নে ভয় পাওয়া ও ক্রন্দন করা রহিত হইয়া যায়।

اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لد نك رحمة و هيئ لنا من امر نا ر شدا ـ فضر بنا على اذانهم فى الكهف سنين عدد ا ـ وخشعت الا صوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ـ سوره فلق و سوره الناس ☆

৬৮। জাদুতে পুরুষত্বহানী হইলে উহার তদ্‌বীর

(১) ছুরা ফাতেহা ও ছুরা এখলাছ তিন তিনবার ও নিম্নোক্ত দোওয়া লিখিয়া উরুতে বাধিবে।

حللت ذ كر فلان بن فلانة عن فرج فلا نة بنت فلا نة من كل عقدة فى حريرو من كل عقدة و من كل عقدة فى رصاص ومن كل عقدة فى نحاس و من كل عقدة فى حجرو من كل عقدة فى محلول و من كل عقدة فى معقود ومن كل عقدة فى مطوى ومن كل عقدة فى عجين و من كل عقدة فى مسجد و من كل عقدة فى شبيكة و من كل عقدة فى بول و من كل عقدة فى حيط و من كل عقدة فى ذ هب و من كل عقدة فى فضة و من كل عقدة فى قر طاس و من كل

عقدة فى سحر ومن كل عقدة فى و سادة انما امره اذا ارادشيا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ و اليه ترجعون كتب الله لا غلبن انا و رسلى۔ ان الله قوى عزيز ☆

আরও কোন বাসনে المص লিখিয়া উহাতে কিছু পরিমাণ মধু দিয়া ধৌত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষের উভয়কে পান করাইবে।

فلان بن فلانة স্থলে রোগীর নাম ও তাহার মাতার নাম ও স্থলে তাহার স্ত্রীর ও মাতার নাম লিখিবে।

(২) সাতটি ডিম অর্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া খোলা ছাড়াইয়া ফেলিবে, তৎপরে প্রথমটির উপর লিখিবে-

سحروا اعين الناس واسترهبوهم و جائوا بسحر عظيم

দ্বিতীয়টির উপর লিখিবে-

قال موسٰى ما جئتم به لا السحر ط ان الله سيبطله ط ان الله لا يصلح عمل المفسدين ☆

তৃতীয়টির উপর লিখিবে-

او لم ير الذين كفروا ان السمٰوٰت و الارض كانتا رتقا ففتقنٰهما

চতুর্থটির উপর লিখিবে-

وينصرك الله نصرا عزيزا

পঞ্চমটির উপর লিখিবে-

ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر زصلے و فجرنا الارض عيونا

ষষ্ঠটির উপর লিখিবে-

كتب الله لا غلبن انا و رسلى ط ان الله قوى عزيز

সপ্তমটির উপর লিখিবে-

ومن يتوكل على الله فهو حسبه ط ان الله بالغ امره

রোগীকে এই ডিমগুলি খাওয়াইবে।

৬৯। সর্প দংশনের তদ্‌বীর

(১) ছুরা ফাতেহা ও নিম্নোক্ত দোওয়া সাতবার পড়িবে, প্রত্যেকবার জখমে ফুক দিবে এবং প্রত্যেকবার ফুক দিবার পরে জখমে একটু থুথু দিবে খোদার মর্জি বিষ ভস্ম হইয়া যাইবে।

يا من ينادى الفجر فانشق و بعث محمدا بالحق اكفنى شر الخلق - ان بورك من فى النا رومن حولها ابرد ياسم واخش الله رب العالمين جبرائيل على راسها ميكائيل على وشطها و اسرافيل على ذنبها وعزرائيل على سنمها اخرج ياسم باذن الله اخرج يا سم باذن الله اخرج ياسم باذن الله ☆

'ইয়া মা'ইয়োনাদিল ফাজরা ফানশাক্বা অ-বায়াছা মোহাম্মাদান বেলহাক্কে অক্‌ফেনী শার্‌রাল -খালকে আন বুরেকা মান ফিন্নারে অমান হাওলাহা, আবরেদ ইয়া ছাম্মো অখশাল্লাহা রাব্বাল আলামিন। জিবরাইলো আ'লা রাছেহা, মিকাইলো, আলা অসতেছা অ-এছরাফিলো আ'লা জনাবেহা অ-অজরাইলো আলা

ছানামেহা ওখরোজ ইয়া ছাম্মো বে'এজনিল্লাহে ওখরোজ ইয়া ছাম্মো বে-এজনিল্লাহে ওখরোজ ইয়া ছাম্মে বে-এজনিল্লাহ।

(২) একখানা কাগজে ৯ বার س ছিন অক্ষর লিখিবে এবং উহার পরে سلام قولا من رب رحيم লিখিবে,তৎপরে উহা ধৌত করিয়া রোগীকে পান করাইবে।

৭০। সর্পের যাতায়াত নিবারণের তদ্‌বীর

সর্পের খোলস, নিশাদল, ছাগলের লোম, মানুষের চুল,রাই গন্ধক, তাজা ধনিয়া ও নষ্ট ডিমের ছিলকা এই জিনিসগুলির মধ্যে কোন একটি জ্বালাইয়া যে স্থানে ধোঁয়া দেওয়া হইবে, তথায় কোন সর্প আসিবে না।

৭১। বিষ খাওয়া রোগীর বিষ নিবারণের তদ্‌বীর

যদি গরম বিষ খাইয়া থা কে, তবে শরীরে কম্পন পিপাসা ও চাঞ্চল্য অধিক হইতে থাকে। এ সূত্রে লেবুর আরক ও তেঁতুলের সরবত খাওয়াইতে হইবে। শীতল পানিতে কাত্তানের কাপড় ভিজাইয়া পেটে রাখিবে, শুষ্ক হইয়া গেলে পুনরায় ঠাণ্ডা পানি দিবে।

যদি শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং চঞ্চল্য ও পিপাসা কম হইয়া যায়, তবে ঘৃতে রসুন দিয়া গরম করিবে, দুই একবার জোশ মারিলে উহা নামাইয়া মধুর সহিত বেশী পরিমাণ খাওয়াইবে।

৭২। পাগলা কুকুর বা শৃগালে কামড়ানোর তদ্‌বীর

যদি রোগী পানি দেখিয়া ভয় পায়, দর্পনে দৃষ্টিপাত করিলে কুকুরের আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়,এবং খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে কুকুরের আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়,এই হেতু ভক্ষণ করিতে চাহেনা, তবে تخم كر موس غبار السماء তোখমে কেরমুছ গামারোছ ছামা এক কিম্বা খেজুরের সহিত মিলাইয়া পুরুষ হইলে গমের তিন দানা পরিমাণ, স্ত্রীলোক হইলে, দেড়দানা পরিমাণ এবং বালক বালিকা হইলে একদানা পরিমাণ খাওয়াইবে, যদি রক্ত কিম্বা কীট বাহির হয়, তবে মুরগীর শুরবা খাওয়াইবে।

পানি দেখিয়া ভয় পাওয়ার অগ্রে জখমের চারিদিকে গরম লৌহার দাগ দিবে।

রসুন ও লবণ পিষিয়া মধুসহ মিশ্রিত করিয়া জখমের স্থলে প্রলেপ দিবে, ইহাতে বিষনষ্ট হইয়া যাইবে।

খাঁটি মধু এবং ঘৃত অগ্নিতে রাখিবে এবং উহার মধ্যে পরিষ্কৃত রসুন ছাড়িয়া দিবে, এক দুইবার জোস উঠিলে, খালিপেটে রোগীকে খাওয়াইবে।

৭৩। ধাতু দৌর্বলের ঔষধ

(১) নিম্নোক্ত ঔষধগুলিকে পিষিয়া একতোলা গুড়া এক তোলা মিছরী ও দুগ্ধ সহ পান করিবে। লঙ্কা ঝাল নিষিদ্ধ, ঔষধ সেবন কালে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না।

মুছলিশাকাকোল موصلی شقاقل আধপোয়া

মুছলি ছিয়া موصلی سیا আধপোয়া

মুছলি ছফেদ আজিমাবাদী موصلی سفید عظیم ابادی আধপোয়া

মুছলি দিল্লীর موصلی دهلی کی

ইছোফগুলের ভুসি اسف گل کی بھو نسی

গন্দে বাবোল گند بابل

কতিরাহ ছফেদ کتیرہ سفید

শিমূলের মূল আধপোয়া

বাবুলের ছাল আধপোয়া

(২) মোফার্রেহে আম্বরি-

ঠিকানা —

سیدمولوی حکیم محمد حسین قریشی حویلی کابلی مل لاهور ☆

কুয়তে জদীদ —

ঠিকানা— মুনশী শুকুর আলি সাহেব, সাং- স্বরূপনগর, পোঃ স্বরূপনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা।

(৪) মা'জুমে ফালাছেফা।

ঠিকানা — হেকিম মৌলবি আবদুল ওহেদ রামপুরী ছাহেব। ৭ নং মছজিদ, হাজীপাড়া, পোঃ- আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কোলকাতা।

(৫) গন্ধক ও পেঁপুল সম ওজন লইয়া খুব পিষিয়া মধু সহ মিশ্রিত করিয়া পুরুষাঙ্গে মালিশ করিবে, এক ঘন্টা পরে গরম পানি দ্বারা ধৌত করিয়া ফেলিবে, ইহাতে লম্বা ও মোটা হইবে বহু পরীক্ষিত ঔষধ।

(৬) তুলার দানার মগজ খুব পিষিয়া তাজা কাঁচা দুধের সহিত মিলাইয়া সঙ্গমের পূর্ব্বে মালিশ করিয়া লইবে, দীর্ঘকাল এরূপ করিলে লিঙ্গ লম্বা ও মোটা হইয়া থাকে, ইহা পরীক্ষিত ঔষধ।

(৭) কাঁচা তাজা পোদিনা সাদা চিনির সহিত পিষিয়া লিঙ্গে মালিশ-করিলে ও ভক্ষণ করিলে, ধাতু খুব সবল হয়।

৭৪। চক্ষু রোগের ঔষধ

যদি কাহারও চক্ষে পানি পড়ে কিম্বা চক্ষে ছোরখি হয় বা কম দেখিতে থাকে, তবে ছোরমা ব্যবহার করবে।

৭৫। অর্শ রোগের তদ্‌বীর

যে ব্যক্তি ফজরের ছুন্নতের প্রথম রাকায়াতে ছুর ফাতেহার পরে অদ্দোহা, আলাম নাশরাহ ও আলামতারা পড়িবে এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পরে লেইলাফে, কাফেরুন ও এখলাছ পড়িতে থাকিবে, তাহার উক্ত পীড়া হইবে না। হইয়া থাকিলেও আরাম হইয়া যাইবে।

সর্প দংশনের তদ্‌বীর

নিমোক্ত চারিটি আয়াত কুড়ি কুড়িবার পানিতে পড়িয়া ফুঁক দিয়া ঐ পানি সর্পদ্রষ্ট ব্যক্তির জখমে কিছু দিবে ও কিছু পানি তাহাকে পান করাইবে। খোদাতায়ালার অনুগ্রহে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

"কালা আলকিহা ইয়া মুছা ফা-আল্‌কাহা ফা-ইজা হিয়া হাইয়াতুন তাছয়া।" (ছুরা ত্বহা)

قَالَ خُذْهَا وَ لَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى

"কালা খুজহা অলা তাখাফ, ছানুয়ি-দুহা ছিরাতাহাল্ উলা।" (ছুরা ত্বহা)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ☆

আফাগায়রা দিনিল্লাহি ইয়াবগুনা অলাহু আছলামা মান ফিছ্ছামাওয়াতি অল্ আরদ্বি ض তাওয়াঁও অকারাহাঁওঅইলাইহি ইয়ুর-জাউন। (ছুরা আল্-ইমরান)।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

"ছালামুন আলা নুহিন ফিল আলামিন।"

সমাপ্ত